অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়,
জীবনের জয়গান
পেজ ৪

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৪ ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.3.2024, Vol.17, Issue No. 272, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ

সত্যমেব জয়তে
Government of India

রাজ্য সরকারকে ৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র

এছাড়া, খাদ্যে ৮০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি এবং সারে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকির মাধ্যমে রাজ্যের মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে গরিবদের ক্ষমতায়ন

- গ্রামোন্নয়নে ৯৩ হাজার কোটি টাকার বেশি মঞ্জুর, ১০ বছরের মধ্যে ৬ বছর সর্বোচ্চ প্রাপক রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ
- **পিএম কিষাণ** যোজনায় কৃষকদের ৮.৪৯ হাজার কোটি টাকার সুবিধা
- **পিএম মুদ্রা যোজনায়** সুবিধাপ্রাপকদের ২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান
- আদিবাসী কল্যাণে ৮৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর
- **পিএম কৌশল বিকাশ যোজনা** এবং **জনশিক্ষণ সংস্থানের** আওতায় ৬.৭৪ লক্ষ প্রার্থীকে দক্ষ করে তোলা হয়েছে
- অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবায় ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি মঞ্জুর
- ৬৯ লক্ষ তপশিলি জাতির পড়ুয়াকে বৃত্তি প্রদান
- **স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)**-এ ২ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রদান
- কন্যা শিশুদের সাহায্যের লক্ষ্যে ১৪ লক্ষের বেশি **সুকন্যা সমৃদ্ধি** অ্যাকাউন্ট
- **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা** (শহর)-এর আওতায় ৪.৮৯ লক্ষের বেশি বাড়ির অনুমোদন

পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়ন

- **জল জীবন মিশনে** ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি
- স্বাস্থ্যে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি
- সড়কে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি
- রেলে ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি
- বন্দর, জলপথ এবং সাগরমালায় ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি
- প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ২৪ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রকল্প

রাজ্যের কিছু প্রকল্প আটকে রয়েছে কেন?

- সড়ক ও রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে ধীর গতি
- সিআরজেড ২০১৯ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আপডেট করেনি, তাই উন্নয়ন প্রকল্প বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

রাজ্য সরকার নির্দেশিকা অনুসরণ করেনি, যা মেনে চললে দুর্নীতি হ্রাস এবং প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা যেত

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)
  - অযোগ্য বাড়িগুলির জন্য নতুন বাড়ির অনুমোদন
  - বাড়ির যোগ্য প্রাপকদের নাম বাতিল
  - সংবাদ প্রতিবেদন/সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে অনিয়মের খবর
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প
  - সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা, যা বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে
  - ভুয়ো কাজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
- পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনার ক্ষেত্রে নির্দেশিকা মানা হয়নি
- পোষণ অভিযান: সদ্ব্যবহার শংসাপত্র প্রদানে ব্যর্থতা
- জেলা উজ্জ্বলা কমিটি গঠনে বিলম্ব

কেন্দ্রীয় সহায়তা গ্রহণে রাজ্য সরকারের অনীহা, তাই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ

- আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএমজেএওয়াই) রূপায়িত করা হচ্ছে না
- খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয়নি
- মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি প্রত্যাখ্যান:

১. মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য হাব গড়ে তোলা
২. মহিলা হেল্পলাইন
৩. সখী নিবাস
৪. বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও

আরও তথ্যের জন্য
কিউআর কোড স্ক্যান করুন

cbc 22201/13/0355/2324

আমাদের সংকল্প
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত ভারত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬০০ নং এফিডেভিট বলে Mithun Chandra Das S/o. Subhash Das ও Mithun Ch. Das S/o. S. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamalendu Ghosh Hazra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sushil Kumar Ghosh Hazra ও S. Ghosh Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhabrata Mitra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Panchu Gopal Mitra ও P. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Anowar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sadek Ali ও Sk Sadek Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

৮/৩/২৪ তারিখে 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর নদীয়া কোর্টে 352 No. এফিডেভিট বলে আমি Joita Biswas, Joitanabo Roy, Joitanabo Ray ও Joyita Ray এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। সাং মহৎপুর পোষ্ট দৈয়ের বাজার থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬৪।

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বি. কে. এগ্রো প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ডাইরেক্টর শঙ্কর লাল গুপ্তা তাহার অ্যারিজিনাল পিট দলিল যাহাদের নং ২৭২৭ অফ্ ১৯৯২, ১৮৭৮ অফ্ ২০০৭, ৩৯৯৫ অফ্ ২০০৭, ৩৯৯৪ অফ্ ২০০৭ এবং ৩৯৯৩ অফ্ ২০০৭, যাহা মৌজা চাক্‌তড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত, সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল খড়গপুর থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ১৬৯ তারিখে ১২/৩/২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।
এমতাবস্তায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়াথাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই মার্চ। ৩০ শে ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতের দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপূণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক স্বজন ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ তুঙ্গে। শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দুর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীক জীবনে শান্তিলাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্র লাভ প্রাপ্তি। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লোকসভার আগে ১০৫ কোটি আয়কর মেটাতে হবে কংগ্রেসকে

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: লোকসভার আগে আয়কর অস্বস্তি কাটছে না কংগ্রেসের। ট্রাইব্যুনালের পর হাইকোর্টেও ধাক্কা হাত শিবিরের। যা পরিস্থিতি তাতে সুপ্রিম কোর্ট স্বস্তি না দিলে ভোটের আগে ১০৫ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হবে কংগ্রেসকে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের প্রধান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় আয়কর বিভাগ। এর পর গত ২১ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন অভিযোগ করেন, আয়কর দপ্তর নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে তাদের ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি থেকে ৬৫ কোটি টাকা জরিমানা হিসাবে কেটে নিয়েছে। এর প্রথমে বিরুদ্ধে আয়কর ট্রাইব্যুনালে আবেদন করছিল কংগ্রেস। ট্রাইব্যুনাল প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসের সব অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার নির্দেশ

দেয়। কিন্তু চূড়ান্ত রায়ে জানায়, কংগ্রেসের যে কর বকেয়া আছে, সেটা দিতেই হবে। এমনকী আরও প্রায় ৭০ কোটি টাকা আয়কর দপ্তরের কাছে বকেয়া হাত শিবিরের। এখন ওই টাকা লোকসভার আগে মেটাতে হলে বিরাট ধাক্কা খাবে কংগ্রেস।এই অবস্থায় দিল্লি হাইকোর্টে আয়কর ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে মামলা করে কংগ্রেস। কিন্তু সেখানেও স্বস্তি পেল না হাত শিবির। বুধবার দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আয়কর বিভাগ যে পদক্ষেপ করেছে তাতে কোনও ভুল নেই। কংগ্রেসকে আপাতত ১০৫ কোটি টাকা বকেয়া আয়কর মেটাতে হবে। সেটাও লোকসভা ভোটের ঠিক মুখে। এমনিতেই কংগ্রেসের তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তার উপর যদি বাড়তে এই ১০৫ কোটি টাকা মেটাতে হয়, তাহলে আর্থিকভাবে আরও ধাক্কা খাবে হাত শিবির। যদিও দলের তরফে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হচ্ছে।

এক দিকে আদালতগুলিতে আইনি পদ্ধতিতে লড়বে কংগ্রেস, অন্যদিকে একাধিক কংগ্রেস নেতা দাবি করেছেন, আয়কর নিয়ে ডামাডোল আসলে মোদি সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়াই উদ্দেশ্য।

নির্বাচনী বন্ডের তথ্য নিয়ে জবাব দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা মেনে নির্বাচনী বন্ডের যাবতীয় তথ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এবার বল নির্বাচন কমিশনের কোর্টে। এই তথ্য প্রকাশ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত সময় আছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়ে দিলেন, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। ইলেক্টোরাল বন্ড তথ্য সঠিক সময়েই কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। শুক্রবার অর্থাৎ ১৫ মার্চ নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করার কথা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। রাজীব কুমার বুধবার জানিয়েছেন, ‘কমিশন সব সময় স্বচ্ছতার পক্ষে। যথা সময়েই নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে।’ আপাতত ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কাশ্মীরে

রাজীব কুমার। সেখানেই তিনি বলেন, ‘এসবিআই সময়মতোই সব তথ্য আমাদের দিয়েছে। আমরা তা পেয়েছি। আমরাও সময়মতোই তা প্রকাশ করব।’

নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক, ১৩ মার্চ: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় আমেরিকা! এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন এক ইজরায়েলি আধিকারিক। হামাস নিধনে গত পাঁচ মাস ধরে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। সেখানে প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপের মুখে পড়েছে তেল আভিভ। আমেরিকার অন্দরের ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। ফলে ওই আধিকারিকের এহেন অভিযোগকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

কয়েকদিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছিলেন নেতানিয়াহুর কার্যকলাপই নাকি ইজরায়েলের বিপদ ডেকে আনছে। এর পরই আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই ইজরায়েলি আধিকারিক।

বিধানসভায় আস্থা ভোটে পাশ হরিয়ানার নায়েব সিং সরকার

চণ্ডীগড়, ১৩ মার্চ: আস্থা ভোটে উত্তীর্ণ হরিয়ানার নতুন সরকার। মঙ্গলবার বিকেলে হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন নায়েব সিং সাইনি। বাকি ছিল আস্থা ভোটের বৈতরণি পেরনো। বুধবার সেই পরীক্ষাতেও পাশ করে গেল তারা। আর সেই সঙ্গেই সম্পূর্ণ অতীত হয়ে গেল রাজ্যের বিজেপি-জেজেপি জোট।

গত ৪৮ ঘণ্টায় নানা ‘নাটক’ প্রত্যক্ষ করেছে হরিয়ানা। লোকসভা ভোটের আগে জেজেপি ও বিজেপির মধ্যে আসনরফা নিয়ে ঝামেলা। ১০ লোকসভা আসনের মধ্যে ৩টি আসনের দাবি জানিয়েছিল জেজেপি। কিন্তু একটির বেশি আসন ছাড়তে নারাজ ছিল বিজেপি। এই সংঘাতে মঙ্গলবার সকালে ইস্তফা দেন খট্টর। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার পরেই গোটা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় শপথ নেন নায়েব সিং সাইনি। অবশেষে এদিন সকাল এগারোটায় শুরু হয় বিধানসভার অধিবেশন। আর কিছু সময়ে পরেই হয় শুরু আস্থা ভোটের প্রক্রিয়া। সেই পরীক্ষায় পাশ করে গেল নয়া সরকার।

এদিকে শরিকের সঙ্গে কোন্দলের পাশাপাশি বিজেপির অন্দরেও মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে অশান্তি শুরু হয়েছিল। রাজ্য বিজেপির প্রবীণ নেতা অনিল ভিজ অনুপস্থিত থাকেন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে। গুঞ্জন, আম্বালা ক্যান্টের বিধায়ক ভিজ মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর বদলে সাইনিকে মেনে নিতে পারছিলেন প্রবীণ নেতা। এর জেরেই শুরু হয় মান-অভিমানের খেলা। সেসব সামলে নিয়ে বুধবার আস্থা ভোটে পাশ করে গেল নয়া সরকার।

গ্যাংস্টার-রাজনীতিক মুখতার আনসারির যাবজ্জীবন জেল

লখনউ, ১৩ মার্চ: ৩৬ বছর পুরনো এক মামলায় মঙ্গলবারই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিক মুখতার আনসারি। বুধবার সেই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। অস্ত্রের ভুয়ো শংসাপত্র বানানোর অভিযোগ উঠেছিল জেলবন্দি’ মুখতারের বিরুদ্ধে।

কংগ্রেস নেতা অবধেশ রাই খুনের মামলায় মুখতার এখন বান্দা জেলে বন্দি। সেই জেল থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘অস্ত্রের ভুয়ো শংসাপত্র’ বানানো মামলার শুনানিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। শুনানি শেষে বারাণসীর সাংসদ-বিধায়ক আদালতের বিশেষ বিচারক অবনীশ গৌতম ভারতীয় দণ্ডবিধি একাধিক ধারায় মুখতারকে

দোষী সাব্যস্ত করেন।

১৯৮৭ সালের ১০ জুন একটি দোনালা বন্দুকের শংসাপত্রের জন্য গাজিপুরের তৎকালীন জেলাশাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, মুখতারের কাছে যে শংসাপত্র ছিল তাতে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের স্বাক্ষর নকল করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এই জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে।

গাজিপুরের মোহাদাবাদ থানায় ‘ভুয়ো’ শংসাপত্রের অভিযোগ দায়ের হয়। সিআইডি তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তেই উঠে আসে মুখতার-সহ পাঁচ জনের নাম। এই মামলায় ১৯৯৭ সালে চার্জশিট পেশ করেন তদন্তকারী অফিসারেরা। সেই চার্জশিটে নাম ছিল মুখতার এবং গৌরীশঙ্কর শ্রীবাস্তব নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মামলার শুনানি চলাকালীনই গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। এই মামলায় ১০ জন সাক্ষী দিয়েছিলেন মুখতারদের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের মউ সদর বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচ বারের বিধায়ক আনসারি অবশ্য আগে থেকে জেলবন্দি ছিলেন।

বিজেপি সাংসদ হয়েও ব্রিগেডের সভামঞ্চে বসেছিলাম: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতিশ্রুতি মাফিক টিকিট না পেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের দাবি, বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরতে তাঁকে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘অর্জুন তো এখনও বিজেপির সাংসদ। ও তো সাংসদ পদ ছাড়েনি। সুতরাং এটা ওর স্বাধীনতা, কোন দলে দাঁড়াবে না দাঁড়াবে। নেত্রীর সংযোজন, ‘ব্যারাকপুরে আমাদের প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। ও খুব ভালো ছেলে। পার্থ মানুষের সমর্থন পাবে।’ তৃণমূল নেত্রী বলেন, যোগ্যতার নিরিখেই সব জায়গায় প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রতিক্রিয়ার পাল্টা জবাবে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বিজেপি সাংসদ বলায় তিনি দিদিমণিকে অভিনন্দন জানান। তবে বিজেপির সাংসদ হয়তো তিনি আগামী দিনেও হতে পারেন। সাংসদের সংযোজন, বিজেপির সাংসদ হয়েও ব্রিগেডের সভামঞ্চে তিনি বসেছিলেন। এটা

তাঁর কাছে আলাদা একটা গ্রহণযোগ্যতা। সাংসদ আরও বলেন, পার্থ দিদির কাছে ভালো ছেলে হতে পারে। কিন্তু এলাকার মানুষের কাছে কতটা ভালো, সেটা সময়ই বলবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ২০০৯ সালে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একমাত্র তিনি বিধায়ক ছিলেন। আর তাঁর নিজের ‘মজদুর ভবন’ অফিস থেকেই লড়াই করে তিনি দীনেশ ত্রিবেদীকে জিতিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে পার্থ ভৌমিক তৃণমূলের নাম করতে ভয় পেত। সাংসদ আরও বলেন, ২০১৯ সালে ব্যারাকপুরের মানুষের সমর্থন নিয়েই তিনি জিতেছিলেন। ২০২৪ সালেও তিনি মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই পার্থ ভৌমিককে পরাস্ত করবেন।

১৭ মার্চ বিশেষ পরিষেবা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলওয়ে ১৭ মার্চ রবিবার সাব ইন্সপেক্টর ইন সাবঅর্ডিনেট ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ সার্ভিস গ্রেড-থ্রি একজামিনেশন পদের প্রার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের সুবিধার্থে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে চারটি বিশেষ পরিষেবা চালাবে। যার মধ্যে ২টি থাকবে আপ লাইনে এবং অপর দুটি থাকবে ডাউন লাইনে। একইসঙ্গে

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই নির্দিষ্ট দিনে, এই করিডোরের পুরো অংশে ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৩৪টি পরিষেবা দেওয়া হবে। যার ৬৭টি থাকবে আপ লাইনে এবং ৬৭ টি ডাউন লাইনে।

প্রথম বিশেষ পরিষেবা-
সকাল ৮টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত
০৮১৫ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত
দ্বিতীয় বিশেষ পরিষেবা-
সকাল ০৮টা ২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত
সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত

এই পরিষেবাগুলির পরে রবিবারের স্বাভাবিক পরিষেবা অনুসারে সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে। শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

১৯ মার্চের মধ্যে কেওয়াইসি আপডেট করার আর্জি পিএনবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা মেনে, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অর্থাৎ পিএনবি-র তরফ থেকে তাদের গ্রাহকদের কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ জানাল। ব্যাংকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকাউন্টের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য গ্রাহকরা যাতে তাঁদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য ১৯ মার্চ, ২০২৩-এর মধ্যে আপডেট করেন। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এই নির্দেশিকা তাঁদের জন্য, যাঁদের ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত কেওয়াইসি আপডেট করা বাকি রয়েছে।

কেওয়াইসি জমা দেওয়ার জন্য পিএনবি-র তরফ থেকে তাদের গ্রাহকদের বেস শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে, একইসঙ্গে জানানো হয়েছে তাদের আপডেট করা তথ্য যেমন পরিচয় প্রমাণ, ঠিকানা প্রমাণ, সাম্প্রতিক ছবি, প্যান, আয়ের প্রমাণ, মোবাইল নম্বর (যদি উপলব্ধ না হয়) এবং তথ্য ব্যাংকে জানাতে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে এটি পিএনবি ওয়ান বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা অথবা নিবন্ধিত ই-মেইল এবং পোস্টের মাধ্যমে করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ১৯ মার্চের মধ্যে গ্রাহকেরা যে কোনও শাখায় ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শনও করতে পারেন। সঙ্গে ব্যাংকের তরফ থেকে এও সতর্ক করা হয়েছে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করতে ব্যর্থ হলে অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় বিধিনিষেধ আসতে পারে।

ছয় জোড়া হোলি স্পেশ্যাল ট্রেনের ঘোষণা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোলির সময় যাত্রী চাপের জন্যই ছয়টি স্পেশ্যাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত পূর্ব রেল নিল। এতে যাত্রীদের যাত্রার সুবিধা ও স্বাছন্দ্য বজায় থাকবে বলেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

উত্তর ভারতের মতোই গোটা দেশে হোলি উৎসবের আগে আত্মীয় পরিজনরা নিজের বাসস্থানে ফিরে আসে। তাই নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে ট্রেনের টিকিটের দীর্ঘ চাহিদা, অপেক্ষার প্রহর গুনতে হয় যাত্রীদের।

এবার যাত্রীদের সুবিধার্থে শিয়ালদা এবং গোরক্ষপুর, শিয়ালদা এবং গয়া, শিয়ালদা এবং পুরী, কলকাতা এবং জয়নগর, মালদা টাউন এবং আনন্দ বিহার এবং মালদা টাউন এবং ভালসাদ ছয়টি স্পেশ্যাল ট্রেন সহায়ক হবে বলেই মনে করছে পূর্ব রেল। ০৩১৩১ শিয়ালদা, গোরক্ষপুর হোলি স্পেশ্যাল ছাড়বে শিয়ালদা থেকে ২২ মার্চ সন্ধ্যা ৬ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি গোরক্ষপুর পৌঁছবে ২৩ মার্চ সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে।

০৩১৩২ গোরক্ষপুর - শিয়ালদা হোলি স্পেশ্যাল গোরক্ষপুর থেকে ২৩ মার্চ সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৪ মার্চ সকাল ৬ টা ২৫ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন পৌঁছবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি বর্ধমান, খানা, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জেসিডি স্টেশনে দাঁড়াবে।

০৩১৩৩ শিয়ালদা , গয়া হোলি স্পেশ্যাল ছাড়বে শিয়ালদা থেকে ২৪ মার্চ রাত্রি ৯ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৫ মার্চ দুপুর ২ টা নাগাদ গয়া পৌঁছবে।

০৩১৩৪ গয়া - শিয়ালদা হোলি স্পেশ্যাল গয়া থেকে ২৫ মার্চ বিকেল ৫ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৬ মার্চ সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিটে শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছবে।

যাত্রাপথে বর্ধমান, বোলপুর, রামপুরহাট হাট, বাড়হারোয়া জংশন, সাহিভাঞ্জ জংশন, কাহালগাঁওন, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর

এবং অভায়পুর স্টেশনে দাঁড়াবে।

০৩১০৩ শিয়ালদা, পুরী হোলি স্পেশ্যাল শিয়ালদা থেকে ২৮ মার্চ রাত্রি ১১ টা ৫০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৯ মার্চ সকাল ৯ টা ৩৫ মিনিটে পুরী পৌঁছবে।

০৩১০৪ পুরী-শিয়ালদা হোলি স্পেশ্যাল গয়া থেকে ২৯ মার্চ বিকেল ৩ টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ৩০ মার্চ দুপুর ২ টা নাগাদ শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছবে।

০৩১৮৫ কলকাতা, জয়নগর হোলি স্পেশ্যাল কলকাতা থেকে ২২ মার্চ রাত্রি ১১ টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৩ মার্চ দুপুর ২ টা ১৫ মিনিটে জয়নগর পৌঁছবে।

০৩১৮৬ জয়নগর - কলকাতা হোলি স্পেশ্যাল জয়নগর থেকে ২৩ মার্চ বিকেল ৩ টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ২৪ মার্চ সকাল ৫ টা ১৫ মিনিটে নাগাদ কলকাতা স্টেশন পৌঁছবে।

যাত্রাপথে বর্ধমান, খানা, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জেসিডি স্টেশনে দাঁড়াবে।

০৩৪৩৫ মালদা টাউন, আনন্দ বিহার হোলি স্পেশ্যাল মালদা টাউন থেকে ২৫ মার্চ ও ১ এপ্রিল সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি আনন্দ বিহার পৌঁছবে ২৬ মার্চ ও ২ এপ্রিল দুপুর ২ টা নাগাদ।

০৩৪৩৬ আনন্দ বিহার, মালদা টাউন হোলি স্পেশ্যাল আনন্দ বিহার থেকে ২৬ মার্চ ও ২ এপ্রিল সন্ধ্যা ৮ টা নাগাদ ছাড়বে। ট্রেনটি ২৭ মার্চ, ৩ এপ্রিল রাত্রি ১১ টা ৩০ মিনিটে মালদা টাউন পৌঁছবে। নিউ ফারাক্কা, বোনডাঙা, বাড়হারোয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পিরপাইন্তি, কাহালগাঁওন, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন এবং অভায়পুর স্টেশনে দাঁড়াবে।

০৯০১১ ভালসাদ - মালদা টাউন হোলি স্পেশ্যাল ভালসাদ থেকে ২১ মার্চ ও ২৮ মার্চ রাত্রি ১০ টা নাগাদ ছাড়বে। ট্রেনটি তৃতীয় দিনে সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে মালদা টাউন পৌঁছবে।

০৯০১২ মালদা, ভালসাদ হোলি স্পেশ্যাল মালদা টাউন থেকে ২৪ মার্চ ও ৩১ মার্চ সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি ভালসাদ পৌঁছবে তৃতীয় দিনের রাত্রি ১ টা ৪৫ মিনিটে।

এটি নিউ ফারাক্কা, বাড়হারোয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁওন, ভাগালপুর জংশন, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন এবং অভায়পুর স্টেশনে দাঁড়াবে।

এই স্পেশ্যাল ট্রেনে জেনারেল কোচ, স্লিপার কোচ এবং বাতানকুল কামরা থাকবে। এই ছয়টি ট্রেন ১৬৪১৬ টি সিট তৈরি করবে। হোলির আগে যাত্রীদের চাপ কমাতে সচেষ্ট হবে। খুব শীঘ্রই এই ট্রেনগুলোর টিকিট বুকিং শুরু করে দেওয়া হবে। এর পূর্বে হোলির জন্য হাওড়া-রক্সোল, হাওড়া-বেনারস স্পেশ্যাল ট্রেন ঘোষণা করেছিল পূর্ব রেল।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনের জয়গান

ভোট যুদ্ধে মুখোমুখি প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী ৬

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৪ ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.3.2024, Vol.17, Issue No. 272, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বেতন বাড়ল শিক্ষাবন্ধুদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে শিক্ষাবন্ধুদের বেতন বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মন্ত্রী মানস ভুইয়াঁ। প্রায় ৪০ শতাংশ বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'আজকে দীর্ঘ দিন লড়াই করা শিক্ষাবন্ধুরা সুবিচার পাচ্ছেন।' এর পরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সাংবাদিক বৈঠকে মানস জানান, ২০১৮ সালের ১ মার্চ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষাবন্ধুদের জন্য যে বর্ধিত হারে বেতনক্রম (৫৯৫৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৩৩৫ টাকা) নির্ধারিত হলেও দীর্ঘ দিন তা কার্যকর হচ্ছিল না। এর জন্য দীর্ঘ দিন শিক্ষাবন্ধুরা আন্দোলন করেছেন বলে জানিয়ে মানস বলেন, 'আমাদের মানবদরদী, কর্মচারীদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মঞ্জুরি নিয়ে তা মঞ্জুর করে দিয়েছেন।'

শাহজাহানের ভাইকে নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্তে আবার সন্দেশখালি গেল সিবিআইয়ের একটি তদন্তকারী দল। নোটিস ধরিয়ে তলব করা হল ধৃত শাহাজাহান শেখের ভাই আলমগীর শেখকে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে। অন্যদিকে, বুধবার মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শাহজাহানকে। বুধবার বিকেলের দিকে সন্দেশখালি যায় সিবিআইয়ের দলটি। তারা আলমগীরের বাড়িতে গিয়ে নোটিসটি দিয়ে আসে। নোটিস ধরিয়ে তলব করা হয়েছে দুরন্ত আলিকেও। সিবিআই সূত্রে খবর, একটি ফোনের হদিশ পেতে তাঁর বাড়িতে এর আগে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

বাতিল হবে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা প্রমাণিত হলে অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের কী পরিণতি হবে তা বোঝাতে দু'টি বিকল্পের কথা জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাতেই বলা হয়েছে, দুর্নীতি প্রমাণিত হলে বাতিল করা হতে পারে সম্পূর্ণ নিয়োগও। একইসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'যদিও এটি একেবারে প্রাথমিক পর্যায় এবং এখনও অনেক কিছু খতিয়ে দেখবে আদালত।' সঙ্গে বিচারপতির সংযোজন, যদি সবটা অবৈধ হয়, তবে পরিণতি যা হওয়ার তাই হবে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৩ হাজার: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৩ হাজার', সিএএ নিয়ে মমতার হুঙ্কারের মধ্যেই বুধবার এমন ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও বলেন, 'কেউ কোনও সরকারি সুবিধে থেকে বঞ্চিত হবে না, সিএএ কারও নাগরিকত্ব কাড়ার আইনও নয়'।

আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

গতকাল ১৩.০৩.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত একদিন পত্রিকায় পৃষ্ঠা তিন এবং পৃষ্ঠা সাতের খবর অনিচ্ছাকৃতভাবে একই প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

'অর্জুন এখনও বিজেপিরই সাংসদ, কার হয়ে লড়বে সেটা ওর স্বাধীনতা'

অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিদ্রোহ নিয়ে প্রকাশ্যে এবার নিজের মত জানিয়ে দিলেন দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়িতে অর্জুনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, 'অর্জুন তো এখনও বিজেপিরই এমপি (সাংসদ)। ও তো সাংসদ পদ ছাড়েনি। ব্যারাকপুরে আমাদের প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। ও খুব ভাল ছেলে। ইরিগেশন মিনিস্টার হিসাবে কাজ করছে।'

রবিবার ব্রিগেডে তৃণমূলের মঞ্চে ছিলেন অর্জুন। সেই মঞ্চ থেকেই ব্যারাকপুরের প্রার্থী হিসাবে পার্থের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। রবিবার বিকেল থেকেই তাঁর ক্ষোভের কথা জানাতে শুরু করেছিলেন অর্জুন। তার পর ক্রমে সেই ঝাঁজ বেড়েছে। মঙ্গলবার তাঁর জগদ্দলের বাড়ির অফিস থেকে সকালে মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দেন অর্জুন। তার পর বিকেলে সেই জায়গায় চলে আসে নরেন্দ্র মোদির ছবি। বুধবার সকালে অর্জুন খোলামেলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ব্যারাকপুর থেকেই লড়বেন। নির্দল নয়, কোনও দলের হয়েই লড়বেন। তাঁর দাবি, গত বারের থেকে বেশি ভোটে জিতবেন। মমতা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'ও (অর্জুন) কোন দলের হয়ে লড়বে, সেটা ওর স্বাধীনতা। তবে আমরা রাজনৈতিক ভাবেই লড়ব। পার্থ মানুষের সমর্থন পাবে।'

মমতার বক্তব্য নিয়ে পাল্টা অর্জুন শিবির বলেছে,'দাদা যদি বিজেপিরই সাংসদ হতেন, তা হলে তাঁকে ব্রিগেডে তৃণমূলের মঞ্চে উঠতে দেওয়া হল কেন?' তাঁদের এ-ও বক্তব্য, 'মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে কেউই কাউকে রুখতে পারে না। সেটা অর্জুন পাঁচ বছর আগের লোকসভা ভোটে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'

২০১৯ সালের ভোটে ব্যারাকপুরে তৃণমূলের টিকিট চেয়েছিলেন অর্জুন। কিন্তু দীনেশ ত্রিবেদীকেই প্রার্থী করেছিলেন মমতা। সে বার ভোটের ২৮ দিন আগে অর্জুন বিজেপিতে যোগ দেন। পদ্মশিবির তাঁকেই প্রার্থী করেছিল। অর্জুন হারিয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী দীনেশকে। কিন্তু সেই অর্জুনই ২০২২ সালের অগস্টে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে ফের তৃণমূলে যোগ দেন। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বলতেন, দিদির কাছ থেকে ফের টিকিট পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েই তৃণমূলে ফিরেছেন। কিন্তু সেই তিনি টিকিট না পেয়ে বলেছেন, 'বেকার আমার দেড় বছর সময় নষ্ট হল!' উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে অর্জুনের সংঘাত বারংবার সংবাদ শিরোনামে এসেছিল।

এদিকে, মমতা বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল প্রার্থী বাছাই করেছে যোগ্যতার নিরিখে। দলের প্রতি আনুগত্য, কে কেমন কাজ করেন; বিবিধ সূচক বিবেচনা করেই প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে। এবং এ-ও জানিয়েছেন, তিনি একা প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করেননি। যা করেছেন মিলিত ভাবে। তৃণমূলনেত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অর্জুন যে দলে গিয়ে লড়ুন না কেন, তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন। আর ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ বলছেন, 'বন্ধু অর্জুনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। আমার ধারণা, ও যে কাজ করবে, ভেবেচিন্তেই করবে।'

টিকিট না পেয়ে অভিমানী মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

পরিবারতন্ত্র নয় মানুষতন্ত্র করি, বাবুনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ, বিস্ফোরক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানালেন তিনি। বলেন, 'লোভীদের পছন্দ করি না।' বলে রাখা ভালো, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই 'অভিমানী' বাবুন। নির্বাচনী টিকিট না পাওয়ায় হাওড়ার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। আর তার পরই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মমতার বার্তার পর নিজের সুর নরম করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই।

আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বারাসাত এবং শিলিগুড়ি; পশ্চিমবঙ্গে এসে সাম্প্রতিক চারটি সভাতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁদের সকলকেই বাবুনের সূত্র ধরে পাল্টা বার্তা দিয়েছেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'আমি যেদিন থেকে পার্টি করি, কোটি কোটি মানুষের সাথে কাজ করি। আমার পরিবার বলে কিছু নেই। আমার পরিবার মানুষের পরিবার। মা-মাটি-মানুষের পরিবার। আর যদি রক্তের পরিবার ধরেন তাহলে প্রায় ৩২ জন সদস্য। আমাদের কেউ এরকম নয়। এটাতে সবাই খুব ক্ষুব্ধ। আমি সরাসরি বলছি বড় হলে অনেকের লোভ বেশি বেড়ে যায়। আমার পরিবারের ও কোনও সদস্য বলে মনে করি না। আজ থেকে কোনও সম্পর্ক নেই। ভাই বলে কেউ পরিচয় দেবেন না। কোনও সম্পর্ক নেই। পরিবারের সঙ্গে জড়াবেন না। দল যাঁকে প্রার্থী করেছেন, সেই প্রার্থী। যে ভদ্রলোকের নাম আপনারা বলছেন তাঁর অনেক কাজকর্ম আমার অনেকদিন ধরে পছন্দ নয়। তার কারণ, আমি অন্যায় সহ্য করি না। সুতরাং তর্ক বিতর্কের কোনও ব্যাপার নেই। যে যেখানে খুশি যেতে পারেন। আমি পরিবারতন্ত্র করি না। আমি মানুষতন্ত্র করি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভুলে যান। আজ থেকে কোনও সম্পর্ক নেই। যে যেখানে খুশি লড়তে পারেন। আমি লোভী লোকেদের পছন্দ করি না। শুধু আজ নয়, প্রতিটি নির্বাচনেই অশান্তি করেছে।'

কিছুটা আক্ষেপের সুরে মমতা এদিন আরও বলেন, 'নিজেদের ছোটবেলা ভুলে গিয়েছে। অভিষেককে বলছিলাম বাবা যখন মারা গিয়েছেন বয়স ছিল আড়াই বছর। আমি ৪৫ টাকা পেতাম। দুধের ডিপোয় কাজ করে মানুষ করেছি। রাজনীতি করতাম। তাই হয়তো ওকে মানুষ করতে পারিনি।' বিরোধীদের তোলা পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ ধূলিসাৎ করে দিয়ে সব শেষে মমতা বলেন, 'আমি পরিবারতন্ত্র করি না জলজ্যান্ত প্রমাণ দিলাম।' বিজেপির বিরুদ্ধে 'ঘর ভাঙানোর খেলা' করার অভিযোগের আঙুলও তুলেছেন মমতা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার চমকে ভরা ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে ৪২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূল। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট দেওয়া হয়েছে। তাতেই 'ক্ষুব্ধ' বাবুন। তাঁকে লোকসভা ভোটে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলেই দাবি বাবুনের। সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রয়োজনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়তে পারেন বলেও গুঞ্জন। তবে একজন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে যেকোনও আসনে ভোটে লড়তে পারেন বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দেন মমতা।

লোকসভা ভোটের আগে মাস্টারস্ট্রোক মমতার

বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকার বিমার আওতায় ৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে চলে এলেন বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমার আওতায়। এর ফলে বাংলার যে সব পরিযায়ী শ্রমিকেরা এবার থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাবেন, সেখানে গিয়ে যদি তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন তাহলে সেই রাজ্যের কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে যে টাকা খরচ হবে তার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়ে দেবে। ১২ মার্চ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি, সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডগুলোকে নিয়ে যে বৈঠক করেছিলেন সেই বৈঠক থেকেই এই প্রকল্পের সূচনা ঘটান তিনি।

১৩ মার্চ উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, '২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের অনেক শ্রমিক-মজদুর রয়েছেন, যারা বাইরে কাজ করেন। ওদের হাতে একটা আলাদা স্বাস্থ্যস্বাথী কার্ড দিচ্ছি। এরা বাইরে কাজ করেন। যখন শরীর খারাপ হয়, তখন ঘরে খবর পাঠান। যে ঘরের মানুষ তা ভাববে, দেখবে। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসা করানোর টাকা থাকে না। এমন শ্রমিক-মজদুরদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আলাদা ভাবে দিচ্ছি। ওই কার্ডে পরিবারপিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। কখনও, কোনও সমস্যা হলে তাঁর দায়িত্ব নেব, আমরা তাঁকে দেখব।'

বাড়ল চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের অবসরকালীন ভাতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যাজুয়াল, দৈনিক ভাতা, চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা এবার অবসরের পর এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। আগামী ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। অর্থদপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, প্যারাটিচার, এসএসকে, এমএসকে শিক্ষক, আশা, স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড, অতিরিক্ত দমকলকর্মী-সহ এই ধরনের কর্মীরা অবসরের পর এই সুবিধা পাবেন। কাজ অনুযায়ী ওই কর্মীরা ৬০ কিংবা ৬৫ বছর বয়সের পর তাঁরা অবসর নেন। আগে অবসরের পরে কোনও কোনও কর্মী পেতেন ২ লক্ষ, কোনও কর্মী পেতেন ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু এবার রাজ্য সরকারের আওতাধীন সব চুক্তিভিত্তিক, ক্যাজুয়াল, দৈনিক ভাতার কর্মীরাই ৫ লক্ষ টাকা করে পাবেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য যে বাজেট পেশ হয়েছিল তাতেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। পরে তা রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও পাশ করানো হয়। সে অনুযায়ী, যে পরিযায়ী শ্রমিক, যে রাজ্যে কর্মরত, সেখানে স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ পাওয়া যাবে। প্রশাসনিক দাবি, এ ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্সে'র বদলে অ্যাসুরেন্সের ভিত্তিতে কাজ করা হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বদলে চিকিৎসার খরচ মিটিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে এ ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়া চালানোর জন্য তৃতীয় পক্ষ ব্যবহার করা হতে পারে। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলার বাসিন্দা প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করা আছে রাজ্য সরকারের পোর্টালে। বাকি ৬ লক্ষের নাম নথিভুক্ত করানোর কাজ চলছে।

'ক্রিমিনালের থেকেও বড় ক্রিমিনালের কাজ'

নিমতায় খুন হওয়া ব্যবসায়ীর বাড়িতে মমতা, ইতিমধ্যে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিমতায় মর্মান্তিকভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ভবানীপুরের ব্যবসায়ী ভব্য লাখানিকে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভবানীপুরের এই ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে কলকাতায় ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় ফিরেই মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যান মৃত ব্যবসায়ী ভব্য লাখানির বাড়িতে। শোকস্তব্ধ পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, 'স্ট্রং অ্যাকশন নিতে হবে। ঘটনার পিছনে রয়েছে ক্রিমিনাল ব্রেন। পুলিশের রিপোর্ট থেকে যা দেখতে পেলাম, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে কাজটি করা হয়েছে।' একইসঙ্গে মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মৃতের পরিবার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'পরিবারের অভিভাবক বলতে ওই ব্যবসায়ীই ছিলেন। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা রয়েছেন, স্ত্রী রয়েছেন। দুই সন্তানও রয়েছে। এক ছেলে আইসিএসই পরীক্ষা দিচ্ছে। অপর ছেলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে।' মমতা বললেন, 'পরিবারটি কার্যত একা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। তবে তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলে সঙ্গে রয়েছেন।' ভবানীপুরের ব্যবসায়ী খুনের তদন্তে যে কোনও খামতি থাকবে না, সে কথাও আজ বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'পুলিশ সবরকম কড়া পদক্ষেপ করবে। সেই জন্য নিমতা থানার থেকে কেসটি লালবাজার হোমিসাইডকে দেওয়া হয়েছে।' শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরা ক্রিমিনাল নয়, এরা ক্রিমিনালের থেকেও বড় ক্রিমিনাল। যারা এই ধরনের অপরাধ করে, আমি মনে করি পুরোটাই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। ট্যাংকের মধ্যে ঢুকিয়ে পুরোটা সিমেন্ট লাগিয়ে দিয়েছে।' এই প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বলেন, 'ভব্য লাখানি ওষুধের ব্যবসা করতেন। তিনি নিখোঁজ হওয়ার পরেই তদন্ত শুরু হয়। অনির্বাণ গুপ্তকে থানায় আনা হয়। তখন তিনি স্বীকার করেননি। এরপর সুমন দাসকে অনির্বাণ গুপ্তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন অনির্বাণ গুপ্তা স্বীকার করেন। দুপুরে ভব্য লাখানি সেখানে পৌঁছন। টাকা পয়সা নেওয়া দেওয়া নিয়ে কথা ছিল। সেই সময় তাঁকে খুন করে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে দেহ চারিদিক থেকে ঢেকে দেওয়া হয়। ২ জন ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেখছি আর কেউ জড়িত কি না। আরও কেউ জড়িত থাকলেও দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস

মুম্বই, ১৩ মার্চ: শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস। লোকসভা ভোটের মুখে বিরাট ধস নামল শেয়ার বাজারে। বুধবার মধ্যাহ্নভোজের পর বাজার খুলতেই হু হু করে পড়তে থাকে সেনসেক্স এবং নিফটির সূচক। বাজারে এই বিরাট ধসের কারণ মূলত তেল, গ্যাস, ধাতুর মতো বিভিন্ন সেক্টরের সংস্থাগুলির শেয়ারে পতনের ফলে। যদিও গত কয়েক সপ্তাহ লাগাতার ঊর্ধ্বমুখী ছিল বাজার। সেখান থেকে

আকস্মিক পতনে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বিনিয়োগকারীরা। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্সের সূচক একধাক্কায় নেমে যায় ১১০৯ পয়েন্ট। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৭৩ হাজার ৫৬৪ পয়েন্ট থেকে সূচক নেমে যায় ৭২ হাজার ৫৫৮ পয়েন্টে। নিফটিও ৪২২ পয়েন্ট নেমে দাঁড়ায় ২১ হাজার ৯১৩ পয়েন্টে। কয়েক ঘণ্টায় বাজার থেকে উবে যায় বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১৪ লক্ষ কোটি টাকা। এদিন দুপুরে বাজার খোলার আগে ভারতের বাজারে মোট বিনিয়োগের অঙ্কটা ছিল ৩৮৫.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা। সেখান থেকে বাজার খোলার পর বিনিয়োগের অঙ্কটা নেমে দাঁড়ায় ৩৭১,৬৯ লক্ষ কোটি টাকা। এদিন প্রায় ২২৩টি সংস্থার শেয়ার ৫২ সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরে নেমে যায়।

বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

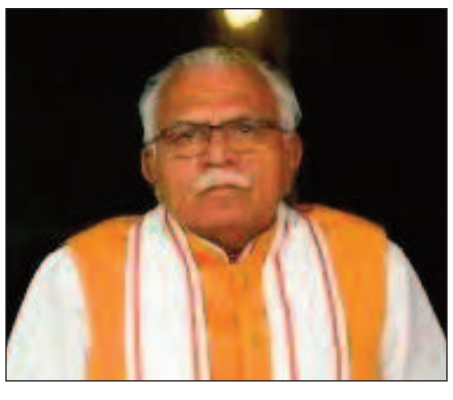

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। ৭২ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে গেরুয়া শিবির। হামিরপুর থেকে লড়বেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। নাগপুর থেকে লড়বেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। কর্নাল থেকে লড়বেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। পীযূষ গোয়েলকে প্রার্থী করা হয়েছে মুম্বই উত্তর থেকে। কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই লড়বেন হাভেরি আসন থেকে। সাংসদ তেজস্বী সূর্য বেঙ্গালুরু দক্ষিণ-এর টিকিট পেয়েছেন। অশোক তানওয়ারকে সিরসা থেকে, বান্টো কাটারিয়াকে আম্বালা থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ধর্মবীর সিং ভিওয়ানি-মহেন্দ্রগড় থেকে, রাও ইন্দ্রজিৎ সিং যাদব গুরুগ্রাম থেকে এবং কৃষ্ণ পাল গুর্জার ফরিদাবাদ আসন থেকে প্রার্থী হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে সোমবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক হয়। বিজেপি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক এবং হরিয়ানায় কাদের টিকিট দেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। বৈঠকের আগে, হরিয়ানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং জননায়ক জনতা পার্টির নেতা দুষ্যন্ত চৌটালা রাজ্যের দুই জোটের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সাথে আলোচনা করেন।

সম্পাদকীয়

বায়ুতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা না কমালে বিশ্বের পরিবেশ ভয়াবহ হবে

২০২৩ পৃথিবীর উষ্ণতম বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ১৭ ও ১৮ নভেম্বর পৃথিবীর তাপমাত্রা শিল্পায়ন-পূর্ব বিশ্বের তাপমাত্রার থেকে দু'ডিগ্রি বেশি ছিল। গত বছরে নভেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত মোট ৮৬ দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল শিল্পায়ন-পূর্ব বিশ্বের তাপমাত্রার থেকে দেড় ডিগ্রি বেশি। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা বার বার ঘটছে, হিমবাহ গলার কারণে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির অধিক ব্যবহার। গত বছর দুবাইতে হওয়া জলবায়ু সম্মেলনেও বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। যদিও বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি বিগত বেশ কয়েক বছরে রাস্তায় পেট্রল/ ডিজেল চালিত ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বহু অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা গাড়ি কেনার জন্য ঋণ নিতে উৎসাহিত করছেন ক্রেতাদের। কিন্তু প্রয়োজন ছিল গণ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। আরও বেশি করে বনাঞ্চল সৃষ্টি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়ার দরকার ছিল। দেশে যে বনাঞ্চল কমেছে, তা উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে। নতুন বন সংরক্ষণ আইনেও বনাঞ্চল সৃষ্টির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে বলে জানা যাচ্ছে। দেশে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন, পরিবহণ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষিতে তিন লক্ষেরও বেশি সোলার পাম্প বসেছে। কিন্তু এই সকল পদক্ষেপ যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এটা অনেকটা সেই চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো, একটি জলভরার পাইপ ও একটি বেরোনোর পাইপ চালু থাকলে চৌবাচ্চায় থাকা জল কখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না বা পারলেও তার স্থায়িত্ব বেশি ক্ষণ হবে না। প্রায়শই চোখে পড়ছে উন্নয়নের নাম দিয়ে অবাধে গাছ কাটা, বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে, ছোট ছোট গলি রাস্তাকেও কংক্রিট দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। ভোটের রাজনীতিতে তাই রাস্তা, উড়ালপুল ও অন্যান্য নির্মাণের কথা আসে, আসে না পরিবেশ বাঁচানোর কথা। অন্যতম কারণ বোধ হয়, পরিবেশ রক্ষা কোনও জনমোহিনী বিষয় নয়, এর থেকে দ্রুত অর্থ রোজগারও হয় না, বরং এর জন্য দরকার সহনশীল ও সংযমী হওয়ার দীর্ঘ অভ্যাস গড়ে তোলা। দীর্ঘ ও বিশদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এখন এই কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা না কমালে এবং ভূমিক্ষয় ও অরণ্য ধ্বংস-সহ প্রকৃতি সংহারের রকমারি ধ্বংস কাণ্ড রোধ না করলে বিশ্ব পরিবেশ যে সর্বনাশের কানাগলিতে প্রবেশ করেছে, সেখান থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। এখন এই কথাগুলি জনগণকে বোঝাতে পারতেন যে প্রবল-প্রতাপান্বিত শাসক সম্প্রদায়, তাঁরা কি স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এ কাজ করতে চাইবেন? পারলে তাঁরা আগামী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আনন্দকথা

এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

''ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল 'মিউ মিউ' করে মকেগ ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে — কখনো হেঁশেলে, কখন মাটির উপর, কখন বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে,আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় দর্শন

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

আমির খান

১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ফরিদা জালালের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমির খানের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ সোহম চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনের জয়গান

প্রদীপ মারিক

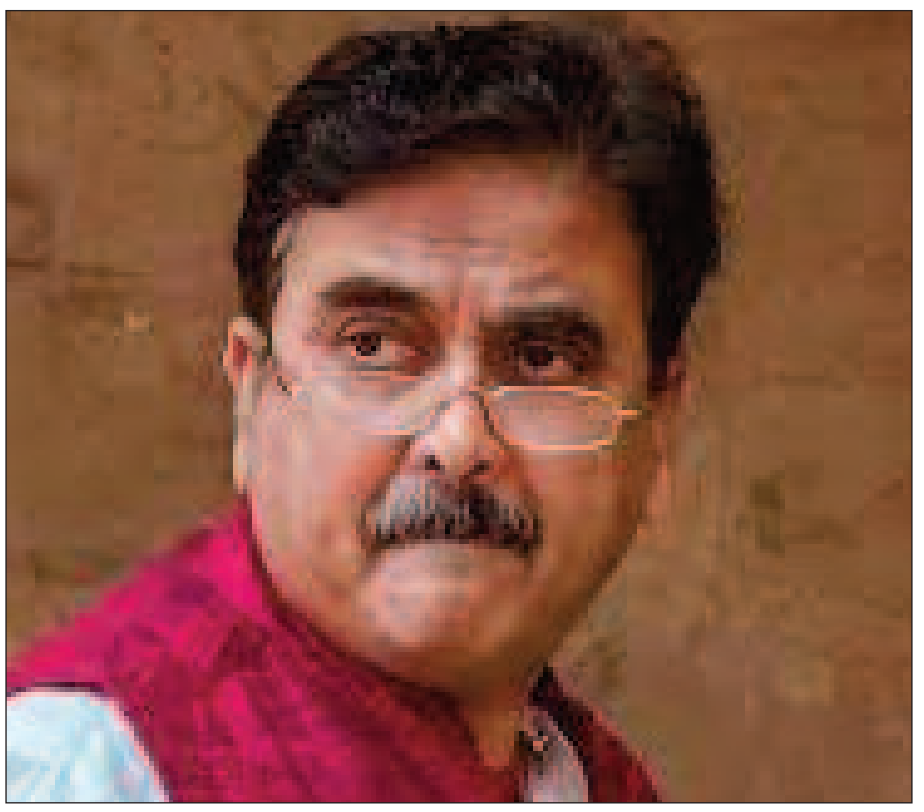

প্রতিবাদের মুখ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যত দিন বিচারপতি ছিলেন একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে কেঁচো খুঁড়ে কেউটে ধরার মত দুর্নীতির একেবারে শিকড়কে ধরার চেষ্টা করেছেন। বেকার তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে যে ভাবে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করেছিল রাজ্যে ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলের দুর্নীতিবাজ নেতারা তাদের কে জনসমক্ষে টেনে এনে বিচারপতি থাকাকালীন যে ভাবে ভয় ভীতি সরিয়ে একটার পর একটা তাবড় মাথাদের ইডি সিবিই করে ধরলেন এবং জেলে পুরলেন তা ভারতীয় বিচার ব্যাবস্থায় একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বঙ্গবাসীরা তো বটেই সমগ্র দেশবাসীর কাছ থেকে তার স্যালুটই প্রাপ্য। চাকরি পার্থীদের কাছে তিনি ভগবান। ভ্রষ্টাচার নির্মূল সরকারের জন্য আজ এই রকম ব্যক্তিকেই তো দরকার যিনি দেশের হয়ে কাজ করতে পারবেন। বিচারপতি হিসাবে পদত্যাগ করেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন আদালতে যে কাজ তিনি নিষ্ঠা ভাবে করেছেন, সেই কাজ তিনি এখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে করতে চান। তার সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হল, 'ইতিহাসে আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের কথা পড়েছি, এখন চোখের সামনে চৌর্য সাম্রাজ্যকে দেখছি।' অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যখনই চোর ধরেছেন, ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দল তাকে বলেছে আপনি মাঠে এসে লড়াই করুন। তিনি ভাবলেন তারা যখন ডেকেছেন এমনভাবে, এত ধরণের ব্যঙ্গ করেছেন, এমন অপমান কথা বলছেন তাহলে তো তাদের ইচ্ছার মর্যাদা দিতেই হবে। সেই তোলামুল পার্টির ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তুলে নিলেন। একেবারে ঠিক কাজ, তিনি মোদির মত একজন সৎ সাহসীর সেনাপতি হতে পারলেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলার বিচার করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক নির্দেশ ঝড় তুলে দিয়েছেন। নিয়োগ মামলাগুলিতে তাঁর রায় চাকরিপ্রার্থীদের কাছে রাতারাতি তাঁকে করে তুলেছে 'ভগবান'। আম-আদমির তিনি প্রিয় বিচারক হয়ে উঠেছিলেন। সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, তাঁকে নিয়ে চর্চা আর চর্চা। সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার দিনই তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তদন্ত আটকানোর জন্য এর আগে মানুষের টাকা খরচ করা হচ্ছিল মামলা মোকদ্দমা করে। কোনও অন্যায় বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেই তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চলে যাওয়া হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার অধিকার অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কী করার জন্য যাওয়া হচ্ছে। তিনি এও বলেছেন তিনি জানতে চাইবেন মোট কত টাকা খরচ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে? এই তদন্ত আটকানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত কোটি টাকা খরচ করল।' বাংলায় শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ই কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর একাধিক পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছে বা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু কোনওভাবেই তিনি দমেননি। এর আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েও বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন তিনি। তবে দেখা যাচ্ছে, তিনি থেমে যাওয়ার পাত্র নন। বরং ধারাবাহিক ভাবে আঘাত হেনে চলেছেন। তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতা এবং সৎ সাহসী ব্যারিস্টার দের প্রশংসা করে গিয়েছেন। বিচারপতি থাকাকালীন এজলাসেই তিনি বর্ষীয়ান বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গুরু হিসাবে মানতেন। তিনি কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন যে তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যই নিয়োগ দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আনতে পারবেন। কারণ আবেদন না উঠলে তো বিচার করা সম্ভব নয়। আর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যই সেই দুঁদে ব্যারিস্টার যিনি সঠিক মানুষ, যিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবেন না। আবার কুনাল ঘোষের উপন্যাস পড়েও তিনি অবলীলায় বলতে পারেন, কুনালবাবুর বেশ ভালো লিখেছেন, তার লেখার হাত খুব ভালো। বিচারকের আসনে ছেড়েও তার সৎ সাহস যে এতটুকু কমেনি তার প্রমান পাওয়া যায় যখন আঞ্চলিক দলের তাবেদারী দল যাকে সেনাপতি বলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাকে অনায়াসে বলতে পারেন তাল পাতার সেপাই। রাজনীতিতে প্রবেশ করেই একবারে বাঘের মত গর্জন। নরেন্দ্র মোদি যেমন বলেন, 'না খাউঙ্গা না কিসিকো খানে দুঙ্গা' তেমনি এক নির্ভীক মানুষ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের কান্নাকে মর্যাদা দিতে পেরেছেন এবং দুর্নীতির পাহাড়ে বসা আঞ্চলিক দলের নেতাদের সর্বসমক্ষে এনে বুঝিয়ে দিলেন তিনি মোদি গ্যারান্টির যোগ্য উত্তরসূরী।

বাংলায় শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ই কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর একাধিক পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছে বা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু কোনওভাবেই তিনি দমেননি। এর আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েও বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন তিনি। তবে দেখা যাচ্ছে, তিনি থেমে যাওয়ার পাত্র নন। বরং ধারাবাহিক ভাবে আঘাত হেনে চলেছেন। তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতা এবং সৎ সাহসী ব্যারিস্টার দের প্রশংসা করে গিয়েছেন। বিচারপতি থাকাকালীন এজলাসেই তিনি বর্ষীয়ান বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গুরু হিসাবে মানতেন। তিনি কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন যে তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যই নিয়োগ দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আনতে পারবেন। কারণ আবেদন না উঠলে তো বিচার করা সম্ভব নয়। আর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যই সেই দুঁদে ব্যারিস্টার যিনি সঠিক মানুষ, যিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবেন না।

লোকায়ত সংস্কৃতির জসীমউদ্দীন

এস ডি সুব্রত

কবি জসীমউদ্দীন ছিলেন লোকায়ত ধারার কবি, লোকায়ত সংস্কৃতির কবি এবং একইসাথে আধুনিক কবি। কবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাপুর গ্রামের পৈতৃক বাড়িতে কবির শৈশব কাটে। তাঁর পিতা আনসারউদ্দীন সেখানে একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। কবির মাতা রাঙ্গাছোটু ছিলেন একজন গৃহবধূ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অধ্যয়নকালে ও লাভের পর জসীমউদ্দীন প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে রিসার্চ ফেলো পদে কর্মরত ছিলেন। দীনেশ সেন সেই দিনগুলোতে বাংলাদেশের পল্লী এলাকার মানুষের মুখে মুখে গীত-পঠিত পুঁথি সংগ্রহ ও গবেষণা করতেন। ড. সেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য জসীমউদ্দীনকে বাংলার জেলাগুলোর বিশেষভাবে ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার সেই সব পুঁথি (কাব্য-লোকগাথা) সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। জসীমউদ্দীন পুঁথি সংগ্রহকালে গ্রামীণ জনপদের আনন্দ বেদনার কাব্যগাথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন, মানুষকে ভালোবেসে একজন খাঁটি মানবপ্রেমী হয়ে ওঠেন। কবি পালাগান, গাজীর গান, জারী, লোকগীতির আসরে যেতেন, উপভোগ করতেন, মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতেও লোকসঙ্গীত আসরের আয়োজন করতেন। তিনি বেশ কিছু লোকগীতিতে সুরারোপ করেন ও বিশিষ্ট শিল্পীদের গান শেখান এবং পরবর্তীকালে কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। কবি পৃথিবীর বহুদেশ সফর করেছেন। সেই সব দেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান প্রত্যক্ষ করেন। জসীমউদ্দীন কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, কাব্যোপন্যাস, প্রবন্ধ গ্রন্থ, লোক-সাহিত্য, গবেষণা গ্রন্থ, গানের বই, ভ্রমণ কাহিনী এবং তার নিজের আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথাসহ অর্ধশতের অধিক বইয়ের রচয়িতা। কবি দুইবার এডিনবার্গ উৎসবে (১৯৫০ ও ১৯৬২ সালে) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লাভিয়াসহ বহুদেশে অনেক লোকসংস্কৃতি উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থগুলো বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে; তাঁর 'মাটির কান্না' কাব্যগ্রন্থটির রুশ ভাষায় একটি সংস্করণ বেরিয়েছে।

কবি জসীমউদ্দীন ছিলেন বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য ও শক্তিমান প্রতিনিধি ও আধুনিক কবি। তাই তিনি সাহস নিয়ে বলতে পেরেছিলেন;'তোমার গেঁয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেন স্থান।' জসীমউদ্দীন সংকীর্ণ অর্থে পল্লীকবি নন। কেননা জসীমউদ্দীনের নক্শী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা কিংবা বেদের মেয়ে ইত্যাদির উপাদান-উপকরণ পল্লীতে পাওয়া গেলেও কোনো গৃহস্থ ঘরে এসব প্রাপ্তি রীতিমত দুঃসাধ্য। এছাড়া শিল্পসম্মত কাহিনী বুনন, কবিতার শব্দচয়ন, উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক ও রূপক নির্মাণে এ সত্য প্রমাণ করে না। রাখালী, কবর কিংবা পল্লীজননী যে কোনো একটি কবিতা নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে;জসীমউদ্দীনের কবিতায় কিংবা কব্যোপন্যাসে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। যে দু'চারটি প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় তাও মার্জিত এবং কুশলী হস্তে ব্যবহৃত। সুতরাং জসীমউদ্দীনে একজন পল্লীকবির চরিত্র ও চারিত্র্য মোটেও ধরা পড়ে না। যদিও বলা হয়ে থাকে, তাঁর মতো এমন ষোল আনা পল্লী দরদী কবি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এর অর্থ এই নয় যে তিনি পল্লীকবি। বড়জোর 'লোককবি' বলা যায়। তিনি কেবল পল্লী কবি নন। তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির কবি ও আধুনিকতার কবি। কারণ গ্রামজীবন ও পরিবেশ তাঁর কাব্যে উপাদান জুগিয়েছে এবং তাঁর কবিতা-কলাকুশলের মধ্যেও গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি। কিন্তু তাই বলে তিনি শুধু পল্লী কবি নন। তাঁর চারণ-উপমা-রূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। জসীমউদ্দীন আসলে আধুনিক কবি। কারণ তিনি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন সেগুলোর উপাদান গ্রাম থেকে সংগৃহীত হলেও এর ব্যাখ্যাসূত্র প্রধানত নাগরিক। আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'এক হিসাবে যারাই আধুনিককালে কবিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রতিভা ও সাধনার, যুগ্ম অধিকারে, তাঁরাই আধুনিক কবি যুগলক্ষণ অধিকৃত না হলেও। সুতরাং এ অর্থেও জসীম উদ্দীন আধুনিক কবি। অন্য পক্ষে 'আধুনিক' বাংলা কবিতার ভাব প্রকাশ ও আঙ্গিকে যাঁরা পরিবর্তন এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি তিনি। শুধু গ্রামীণ কবি ছিলেন না। কাহিনী কাব্য, ছন্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যের নয়াদিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার কথা চিন্তা করা যায় না। আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি;'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' আবার জীবনানন্দ দাশ মনে করেন, 'বাংলা কাব্যে কিংবা কোনো দেশের বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে;অন্যত্র নয়, একথা ঠিক নয়।' আবার কেউ বলেন, 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত অন্তত মুক্তিপিয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।' সুতরাং এসব অভিধায়ও জসীমউদ্দীন আধুনিক কবি।

প্রকৃতি উৎসারিত স্বাভাবিক ও মৌলিক লোকজ ধারাটি তাঁর আগে আর কেউ তেমন সহজভাবে আধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে এক করতে সক্ষম হননি। এটি জসীমউদ্দীনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কারন তিনি ছিলেন গ্রাম ও গ্রামবাংলার এক স্বাভাবিক অংশ। আর সেজন্যই তাঁর কবিতায় পল্লী প্রকৃতি, লোক জীবন ও লোক ঐতিহ্য অপূর্ব রপ লাভ করেছে।

পালাগান, গাজীর গান, জারী গানের ভাণ্ডার নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেণ। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সঙ্গে থাকা অবস্থায় কবি গবেষণার মধ্য দিয়ে আরো সমৃদ্ধ হয়েছেন। বাংলার মানুষের আবেগ আর অনুভূতির দরজায় তিনি কড়া নেড়েছেন। পশ্চিমা সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতির হাত থেকে বাঙালিকে মুক্ত করার জন্য কাজ করে গেছেন আজীবন।

জসীমউদ্দীনের কাব্যে পল্লী প্রকৃতি যেভাবে উপমা, রূপক ও চিত্রকল্প তথা আধুনিক কবিতার লক্ষণযোগে ধরা দিয়েছে; সমগ্র বাংলা কাব্যে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

অকারণে বকাবকি না করে দুরন্ত বাচ্চাদের বুঝতে হবে

শর্মিষ্ঠা পাল

রিজু ১৫ বছরের, ক্লাস ১০ এ পরে, ইচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। ছোটবেলা থেকে সে পড়াশোনায় ভালো,৯০ শতাংশ স্কোর করে। কিন্তু বাধ সাধলো করোনা। লকডাউন এর পর আর সে ৯০ শতাংশ পায় না, রেজাল্ট ৪০ শতাংশ এ এসেছে। তার সাথে যোগ হয়েছে স্কুলে দুষ্টুমি।

অহনা পরে ক্লাস ১১ এ। ইচ্ছে ডাক্তার হওয়ার। দুই দিদি ডাক্তারি পড়ছে, ওরাই ওর অনুপ্রেরণা। ইদানিং মোবাইল থেকে চোখ সরাতে পারছে না অহনা। সাথে বাড়িতে চলছে কথা কাটাকাটি।

উপরের দুটি ঘটনা ভৌগোলিক ভাবে দুজায়গায় হলেও বেশির ভাগ বাড়ির একই দৃশ্য। করোনার আগে যেগুলো সমস্যা বলে মনে হতো না, এখন সেগুলো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অভিভাবকরা এখন দুজনেই চাকুরীজীবি। তারা সন্তানকে সমস্ত সুবিধা দিতে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের মতে সন্তান তার অপব্যবহার করছে।

রিজু ও অহনা এর ক্ষেত্রে দুজনেরই কোনোটাই মানসিক বা সাইকোলজিকাল সমস্যা নয়। এগুলো হচ্ছে ব্যবহারগত সমস্যা। আমরা মনে করি মনোবিদ বা সাইকোলজিস্ট এর কাছে গেলে সমাজ কি ভাববে বা এদের কাছে যওয়ার কি দরকার? আমরাই পারবো সব। কিন্তু উপরোক্ত সমস্যাগুলো একজন বিশেষজ্ঞই পারেন সমাধান করতে।

এ ক্ষেত্রে দুজনেরই দরকার। সন্তান এর দরকার মা ও বাবাকে আর বাবা-মা কেও সন্তানকে সময় দিয়ে শুনতে হবে কোথায় সমস্যা হচ্ছে তাদের। আগে থেকে তাদের বকাবকি করবেন না, এই বয়সে মা-বাবাকে বন্ধুর মতো মিশতে হবে। কিন্তু তারা বন্ধুর রিপ্লেসমেন্ট হবেন না কোনওভাবেই, তাই অযথা অভিযোগ করবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। প্রয়োজনে ধ্যান এর অভ্যেস করুন, নিজেকে সংযত রাখুন তাহলেই সন্তান শিখবে শান্ত হয়ে কাজ করতে। সন্তানকে নিয়মিত কাউন্সেলিং এর মধ্যে টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখাতে হবে, তাতে তাদের এক্সাম ফোবিয়া কমবে। মনে রাখবেন মা-বাবাদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাই আর দেরি না করে, যার বা যাদের এইরকম বয়সন্ধিগত সমস্যা হচ্ছে বা কিভাবে সন্তানদের সাথে মিশবেন বুঝতে পারছেন না, কোনও বিশেষজ্ঞ এর সাথে যোগাযোগ করুন। বিভিন্ন কাউন্সেলর সন্তান কিভাবে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নেবে, টার্গেট ফিক্স করা, টাইম ম্যানেজমেন্ট, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এই সব নিয়েই কাজ করে।

লেখক: এডুকেশনাল কাউন্সেলর, ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিএএ নিয়ে কোনও লিগালি গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি, বিস্ফোরক কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: ফর্মে লেখা আছে 'টু বি পাবলিস্ট'। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও লিগালি গেজেট নোটিফিকেশন করেনি। তার আগেই বলা হচ্ছে সিএএ চালু হয়ে গেছে। বিজেপি ভাঁওতা দিচ্ছে। মিথ্যে কথা বলছে। ভোটের আগে বিগত দিনের মতো ঝুলি থেকে সিএএ এর বেড়াল বের করে মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সিএএ চালু নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের। বুধবার বারাসাত পুরসভার কমপেক্স স্টেশনের উদ্বোধন করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন সাংসদ। যখন সিএএ লাগু হয়ে গেছে বলে বিজেপির পক্ষ থেকে উৎসব পালন করা হচ্ছে ঠিক তখনই সিএএ লাগুর আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূলের পোড় খাওয়া সাংসদ।

তিনি বলেন, যে সব বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা বলছেন সিএএ লাগু হয়ে গেছে তাদের একটু পড়াশুনা করা উচিত। কেন্দ্র সরকারের পক্ষথেকে যে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রথমেই পরিষ্কার সব বলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতা মন্ত্রীদের উচিত সেটা পড়ে নেওয়া। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে মানুষেরা এদেশে ৪০ বছর ৫০ বছর ধরে বাস করছে, যাদের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, জমিজমা আছে তারা নতুন করে কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ কেন দেবে? এটা একটা ছলনা। এটা দিয়ে যারা বর্তমানে নাগরিক সেটাও কেটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমি যদি আজ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করি তা হলে পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিলাম আমি নাগরিক নই। বিজেপি এটাই করার চেষ্টা করছে। এমনকী, ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে পোর্টাল থেকে সিএএ এর ফর্ম ফিলাপ করা হচ্ছে তার বৈধতা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুললেন কাকলি। তিনি বলেন, যার এখনও নোটিফিকেশনই হয়নি তার জন্য ফর্ম ফিলাপ কি করে সম্ভব। ফলে সিএএ লাগু হওয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিলেন বারাসাতের সাংসদ।

মঙ্গলবার হাবড়ার মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সিএএ লাগু হতে দেব না বলে জোরালো আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেছেন কোন মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য ও দিল্লির সংসদ কাঁপানো সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সিএএ এর লাগুর বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন। তিনি আরও বলেন, আইনটিতে বলা হয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এইরকম দেশে যারা সংখ লঘুরা, তারা যদি অত্যাচারী হয়ে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব দাবি করে তবে তাদেরকে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে যারা ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই বসবাস করছে, পড়াশুনা করছে, চাকরি করছে, ব্যবসা করছে, জমিজমা আছে তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। যারা এই ফর্ম পুরণ করবেন তারা এটা স্বীকার করে নিলেন তারা এদেশের নাগরিক নয়। এটা একটা ভয়ঙ্কর ছলনা, বড়মাপের ছক। বিজেপি এই ছকে পা দেবেন না বলেই এদিন তিনি সাধারণ মানুষকে আবেদন করেন।

আরামবাগে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে ট্যাবলো বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে আরামবাগ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে প্রেসমিট করল বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে প্রেসমিটের মাধ্যমে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আরামবাগ লোকসভা জুড়ে এই কর্মসূচি নিয়ে প্রচার করা হবে। দুটি ট্যাবলো আরামবাগ লোকসভা জুড়ে প্রচার চালাবে। এলাকার মানুষের কাছে মোদি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরা হবে। বিগত বছরগুলিতে মোদি সরকার যে সব জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি নিয়েছে, এক ঝলকে তা ফুটে উঠবে এই যাত্রার মাধ্যমে। এর পাশাপাশি আদিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হবে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে। দেশের ২৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৬৮ জেলার সাড়ে ৮ হাজারেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে এই যাত্রা। সেই মতো আরামবাগ লোকসভা জুড়ে এই কর্মসূচি হবে। প্রসঙ্গত,আদিবাসী গৌরব দিবস অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'র সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলায় কেন্দ্রের এই উদ্যোগের পথচলা শুরু হয়েছে। তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিগত বছরগুলিতে মোদি সরকার যে সব জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি নিয়েছে, এক ঝলকে তা ফুটে উঠবে এই যাত্রার মাধ্যমে। এর পাশাপাশি আদিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক বিজেপির জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি অনিমেষ কর্মকার বলেন, দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে থাকা মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের বিষয়ে জানানো এই যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিয়ে সচেতনতা গড়াও এর অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে মানুষ কী ভাবছেন, এ নিয়ে তাঁদের কোনও পরামর্শ থাকলে তা নথিভুক্ত করাও 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'র অন্যতম উদ্দেশ্য। আরামবাগ লোকসভা জুড়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে প্রচার করা হয়।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত কাচগড়িয়ায়। ঘরের ভিতর থেকে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম সুতপা পাল। দেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ওই গৃহবধূকে ডাকাডাকির পরে সাড়া না মেলায় জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতেই ঘরের ভিতরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। মৃতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেলেছেন। মৃতার শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় ভাতার থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

'লকেট চ্যাটার্জির হাত থেকে বাঁচান' পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য চন্দননগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: দুই দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এবার হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে হাই ভোল্টেজ লড়াই। এরই মধ্যে বুধবার সাতসকালে একটি পোস্টার ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। চিঠির শিরোনামে লেখা, 'লকেট চ্যাটার্জীর হাত থেকে বাঁচান।' আর চিঠি লিখেছেন খোদ বিজেপির মণ্ডল সভাপতিরা। এমনটাই দাবি করা হয়েছে ওই চিঠিতে। তবে বিজেপির দাবি, এসব তৃণমূলের কাজ।

উত্তর চন্দননগরের তালডাঙা, সরিষাপাড়া, বোড়াইচণ্ডীতলা, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার এলাকায় এই পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, লকেট চট্টোপাধ্যায় বিজেপি কর্মীদের ধমক দিচ্ছেন। চিঠিতে লেখা, '৫ বছর উনি আমাদের মণ্ডলে আসেননি। তাতে আমাদের কী দোষ? এখন উনি মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ে আমাদের ধমক দিচ্ছেন। ভোটের পর দেখে নেব বলছেন।' রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে ওই চিঠিতে। এর আগেও লকেটের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে এলাকায়।

যতবার পোস্টার পড়েছে ততবারই লকেট দাবি করেছেন, এসব তৃণমূলের কাজ। তবে বিজেপি সূত্রের খবর, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নিচুতলার নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। তবে প্রকাশ্যে সে কথা বলেননি কোনও নেতা। মণ্ডল সভাপতির দাবি, আসলে তৃণমূল নাম করে চিঠি সাঁটিয়েছে। তিনি বলেন, 'রচনা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছেন। ৫০ হাজার ভোটে লিড দেব আমরা। হুগলি থেকে জেতাব লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। এগুলো হল অপপ্রচার।'

লকেট চট্টোপাধ্যায় এই খোলা চিঠি প্রসঙ্গে বলেন, 'তৃণমূল ভয় পেয়েছে। নিজেদের নাম না লিখে এসব করেছে। যেভাবে সিএএ হয়েছে, মহিলাদের জন্য এত কিছু করেছেন মোদি, তাতে তৃণমূল বুঝতে পারছে যে মাটি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।' তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদার বলেন, 'আমরা তো আগে বলেছি, ৫ বছর কোথায় ছিলেন? এখন এসে নাটক করছেন। এবার তো ওদের মণ্ডল সভাপতিরাই বলছেন।' তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, সেই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা বলেন, 'লকেটের বিরুদ্ধে কেন এসব করব, আমাদের কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই!'

রাজ্যপাল আসায় জিটি রোড বন্ধ, তীব্র যানজটে অবরুদ্ধ উত্তরপাড়া হিন্দমোটর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বুধবার বিকেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন দুপুর তিনটে থেকে উত্তরপাড়া অবরুদ্ধ হয়ে গেল। জিটি রোডে যানবাহন যাওয়া আসা বন্ধ, বালি থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত জিটি রোড বন্ধ থাকায় দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। শুধু তাই নয়, উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর এলাকায় সবকটি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। জিটি রোড ছাড়াও ভেতরের সমস্ত রাস্তা গাড়ির ভিড়ে ব্যাপক জ্যাম হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি, টোটো স্কুল গাড়ি, বাইক । সবথেকে সমস্যা হয় স্কুল ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীরা বিকেলে রাস্তায় আটকে পড়ে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়।

উত্তরপাড়ার সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তাঁদের দাবি, 'রাজ্যপাল একটি অনুষ্ঠানে আসবেন, তাতে আমরা সমস্যা ভোগ করব কেন? রাজ্যপালের জন্য প্রশাসন জিটি রোড বন্ধ করে দিল, গাড়ি চলা বন্ধ করে দিল এটা সাংঘাতিক অবস্থা।' অনেক মানুষ তাঁদের প্রয়োজনে পোস্ট অফিস, পুরসভা সহ নানা কাজে বেরিয়ে গিয়ে আটকে পড়েন। ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরে আসেন। দরকারি কাজ আটকে যায়, এর দায় কে নেবে প্রশ্ন তুললেন বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ও জ্যামে আটকে পড়া গাড়িচালকরা।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে স্মার্ট ক্লাস খানাকুলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ছাত্রছাত্রীদের সরকারি স্কুলমুখী করতে স্মার্ট ক্লাস ও কম্পিউটার শেখানোর জন্য স্পেশাল শ্রেণিকক্ষ তৈরি করল কর্তৃপক্ষ। বুধবার আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের মদনমোহনপুর সতীশ চন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রথম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্মার্ট ক্লাস রুমের উদ্বোধন করা হয়। এখানকার প্রধান শিক্ষক গৌতম রায় ও তাঁর সহকর্মীদের ব্যক্তিগত অর্থদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য চারটি কম্পিউটার কেনা হয়েছে। তাঁদের উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় একটি ক্লাব এই বিদ্যালয়কে একটি বড় এলইডি টিভি উপহার দিয়েছে। এই সমস্ত কিছু নিয়েই এদিন উদ্বোধন হল স্মার্ট ক্লাস এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। এই বিষয়ে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম রায় জানিয়েছেন, স'ম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই পরিষেবা দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে আধুনিক শিক্ষা পায় এবং সরকারি স্কুলমুখী হয় সেই জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।' এদিন উপস্থিত ছিলেন অপর বিদ্যালয় পরিদর্শক চন্দন বিশ্বাস, আঞ্চলিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক দেবাশিস শেঠ, খানাকুল এক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বিষয়ে দেবাশিস শেঠ বলেন, 'এই ধরনের স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের খুবই প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এই পরিকাঠামো গড়ে তোলে ওই স্কুল।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারটাই দুর্নীতিতে যুক্ত শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারটাই দুর্নীতিতে যুক্ত, এবার লোকসভায় যে আসন সংখ্যা বিজেপি পেতে চলেছে আর দেড় বছর অপেক্ষা করতে হবে না তার আগেই বিধানসভা ভোট হবে। এদিন নদিয়ার রানাঘাটে প্রকাশ্য জনসভা থেকে রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নদিয়ার দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এদিন রানাঘাটে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে এখন ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছে। ভাইপো বেশি পাবে না, ভাই বেশি পাবে তা সামলাতেই ব্যস্ত পিসি। পুরো পরিবারটাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।' তিনি বলেন, '২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর হরিশ চ্যাটার্জি এবং কালীঘাট সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে মমতার পরিবার। শুধু তাই নয়, ক্রীড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার জোর করে দখল নিয়েছে। আর এই সম্পূর্ণটাই হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে।' তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে বলেন, 'উনি যদি বিজেপি সম্পর্কে আর একটাও কুকথা বলেন, তা হলে গত দু'দিন ধরে বিজেপির সঙ্গে তিনি কী কী আলোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ ফাঁস করে দেব।'

অন্যদিকে সিএএ নিয়েও রাজ্য সরকারকে কড়া আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, '২০১৯ সালে ঠাকুর বাড়িতে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কথা দিয়েছিলেন তাঁর ক্ষমতা শেষ হওয়ার আগেই তিনি সিএএ লাগু করে যাবেন। আর সেই কথা তিনি রেখেছেন। মতুয়া ঠাকুর বাড়ির দীর্ঘদিনের লড়াই আজ সফল হয়েছে। দেশের সকল সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে এটা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। রাজ্য সরকার যতই চক্রান্ত করুক কোন' কাজ হবে না।'

পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা যে সংখ্যক আসন পেতে চলেছি, তাতে করে আর দেড় বছর বিধানসভা ভোটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তার আগেই বিধানসভা ভোট হবে। শুধু সবাইকে বলব তৃণমূলের মতো খারাপ ব্যবহার করবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখবেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন।'

অভিষেকের জনসভার আগে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা ভোটের আগেই আগামী ২২ তারিখ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় জনসভা করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জনসভাকে সামনে রেখে বুধবার কাটোয়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় কাটোয়া সংহতি মঞ্চে। এদিন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাধানাথ ভট্টাচার্য, দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার রায়,কাটোয়া ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র সাঁতরা, কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিণ্টু মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এই সভায় হাজির হয়েছিলেন দাঁইহাট শহর, কাটোয়া ১, কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের কর্মীরা।

পিএম সুরজ জাতীয় পোর্টালের উদ্বোধন

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

বুধবার পিএম সুরজ জাতীয় পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক জনকল্যাণের জন্যই এই পোর্টাল। সামাজিক ন্যায় এবং আধিকার মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রকল্পে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শ্রেণি এবং সাফাই কর্মীদের জন্য এই পোর্টাল বিশেষ সুবিধা দেবে বলে দাবি।

বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, জানতে চান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা কতটা উপকৃত হয়েছেন। বুধবার এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে বীরভূম জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে ইউকো ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন বেনিফিসয়ারিজরা উপস্থিত ছিলেন।

এজিএম ইউকো ব্যাংক বিনোদকুমাজি এবং বীরভূমের লিড ব্যাংকের ম্যানেজার পৃথ্বীশ দাস বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা, ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি, ছোট দোকান মালিকেরা, প্রাণী পালন ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এই যোগদান করেন। পরে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে গ্রুপের মহিলাদের আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়।'

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সফল অস্ত্রোপচারে নয়া জীবন মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যজুড়ে যখন বিরোধীরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন সেই রাজ্যেরই এক মহিলার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সফল অস্ত্রোপচারের পরে নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

এক মহিলার পেটে সফল অস্ত্রোপচার করে তাঁর পেট থেকে ২৭ কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করে বার করলেন চিকিৎসকরা। সোমবার কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক মহিলার সফল ভাবে অস্ত্রোপচার হয়। মঙ্গলবার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার উখড়া থেকে ৫৯ বছর বয়সি সুবর্ণা মল্লিক গত ৯ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি হন। মহিলার শারীরিক অবস্থা তেমন খুব একটা ভালো ছিল না। কয়েকদিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলার পর অপারেশন করার উপযুক্ত সময় বুঝে চিকিৎসকরা তাঁর পেট থেকে ২৭ কেজি ওজনের টিউমার বার করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন। এখন তেমন কোও ঝুঁকি নেই। তবে দিন কয়েক পর্যবেক্ষণ করার পরে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হবে।

সুবর্ণা মল্লিক জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরে তিনি পেটে যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। বহু জায়গায় তিনি চিকিৎসা করিয়ে তারপরে পরীক্ষা করতেই তার পেটের ভিতর টিউমার ধরা পড়ে। বাইরে কোথাও তাঁর চিকিৎসা করানোর সামর্থ ছিল না। দিনের পর দিন শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কাঁকসার রাজবাঁধের ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে তাঁকে ভর্তি নিয়ে সফল অস্ত্রোপচার করা হয়।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন যা স্বর্ণ নিলাম অধীনে ''দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস'' এবং ''একদিন'' পত্রিকার ০৫.০৩.২০২৪ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ঋণগ্রহীতার নাম : **হাফিজুল শেখ, রামপুরহাট শাখা, অ্যাকাউন্ট নং** পড়তে হবে ৪৩৯২৭৭৬১০০০০৪০১, পরিবর্তে- ৪৩৯২৭৭৬১০০০০৩০১।
পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

PUBLIC NOTICE

I, Smt. Suparna Paul, the owner of several parcels of land in Mouza Surul, Bolpur Municipality, District: Birbhum, has granted power of attorney to my daughter, Miss Kamalini Paul, to handle the sale of these properties. The power of attorney was duly registered before the office of the Additional Registrar of Assurance I, Kolkata and recorded as being No. 190100064 for the year 2024. The properties to be sold include multiple plots of Sali land, each with specific dimensions and plot numbers as detailed in the schedule provided. The notice invites any individuals with claims or objections to the sale to notify the undersigned within five days with supporting documents failing which any such claim by anyone shall not be considered.

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel of Sali land measuring an area 09 Decimals in R.S. and L.R. Plot No. 332, R.S. Khatian No. 393, 414, 415corresponding to L.R. Khatian No. 4361 corresponding to New L.R. Khatian No. 9827 at Mouza: Surul, J.L. No. 104, Police Station: Santinikatan, Ward No. 03, under Bolpur Municipality, District: Birbhum.

AND

ALL THAT piece and parcel of Sali land measuring an area 15 Decimals in R.S. and L.R. Plot No. 2259, R.S. Khatian No. 913 corresponding to L.R. Khatian No. 638, 895, 2884 and 3547 corresponding to New L.R. Khatian No. 9827 at Mouza: Surul, J.L. No. 104, Police Station: Santinikatan, Ward No. 03, under Bolpur Municipality, District: Birbhum.

AND

ALL THAT piece and parcel of Sali land measuring an area 12 Decimals in R.S. and L.R. Plot No. 330, R.S. Khatian No. 913 corresponding to L.R. Khatian No. 638, 895, 2884 and 3547 corresponding to New L.R. Khatian No. 9827 at Mouza: Surul, J.L. No. 104, Police Station: Santinikatan, Ward No. 03, under Bolpur Municipality, District: Birbhum.

AND

ALL THAT piece and parcel of Sali land measuring an area 06 Decimals in R.S. and L.R. Plot No. 2233/2542, L.R. Khatian No. 4532 at Mouza: Surul, J.L. No. 104, Police Station: Santinikatan, Ward No. 03, under Bolpur Municipality, District: Birbhum.

SUPARNA PAUL
Date: 14.03.2024, Place: Kolkata — CF 88, Sector I, Salt Lake City, Kolkata 700064

GENERAL NOTICE

I, being the branch Manager, Canara Bank, Inda Branch at O.T. Road. Inda Kharagpur. Dist.- Paschim Medinipur, do hereby declare that one original Sale Deed bearing No. 1425/2018 dated 23.02.2018 in favour of Goutam Singh has been lost from the custody of the bank during merging process of syndicate Bank with Canara Bank and the matter has been informed to the I/C Kharagpur P.S. by G.D.E. No. 761 dated 13.03.2024. If any body is able to trace it kindly return it to undersigned.

Sd/- Branch Manager Canara Bank.
Inda Branch, O.T. Road. Kharagpur.
Ph No. 03222-291118

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার (মহামান্য রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
একতা এক্সিম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ৩২, জে এল নেহরু রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, ওম টাওয়ার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭১ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, , পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৩২, জে এল নেহরু রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, ওম টাওয়ার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭১
একতা এক্সিম সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ১৩.০৩.২০২৪ — সুরেশ কুমার সিংঘল (ডিরেক্টর)
স্থান : নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ — ডিন - ০০০৫৮৫০১
ঠিকানা - ৬০১১, টাওয়ার - ০৬, এ টি এস ওয়ান হ্যামলেট, সেক্টর - ১০৪, গৌতম বুদ্ধ নগর, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ-২০১৩০১

SBI **এসবিআই হাজরা রোড শাখা, ইশা এনক্লেভ**
২য় তল, ৪৯ সখারাম গণেশ দেউস্কর সরণি, কলকাতা-৭০০০২৫
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই হাজরা রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : অর্ণব সেনগুপ্ত

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২১.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১১.৩০০ নিট ওজন ১০.৮০০	১টি চেন
২.	২১.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.০০০ নিট ওজন ৬.১০০	১টি নেকলেস
৩.	২১.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১২.০০০ নিট ওজন ১১.৮০০	১টি রিস্ট ব্যান্ড

তারিখ: ১৪.০৩.২০২৪, — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ (০০১৩২)
পোস্ট - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১
ফোন নং - (০৩২২২) ২৭৫১৩০/২৬১০৪০ ইমেল - sbi.00132@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 38255059699 (HBL)/36194984096 (HBL)/36251567205 (Home Top Up)/ 37311574979 (Home Top Up)/38255060343 (Suraksha)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯** সংস্থান অধীনে ০৯.০১.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী গৌতম চক্রবর্তী,** পিতা প্রয়াত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট নং সি২ (৩য় তল), চন্দ্রাভা নিলয়, ডাকবাংলো রোড, ওয়ার্ড নং ২০) আর-১২ শরৎপল্লী, পো. মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৫৪,৭৫৮.০০ টাকা (কুড়ি লাখ চুয়ান্ন হাজার সাতশ আটান্ন টাকা) ০৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ মার্চ ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২০,৮৬,৪৯৪.০০ টাকা (কুড়ি লাখ ছিয়াশি হাজার চারশ চুরানব্বই টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

জমি এবং ভবনের স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

ফ্ল্যাট নং সি২, তৃতীয় তল, চন্দ্রাভা নিলয়, মৌজা : নরমপুর, জেএল নং১৭৪, আরএস খতিয়ান নং ১/২২, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৬, আরএস প্লট নং ৮, এলআর প্লট নং ৫৫, এরিয়া : ৫০০ বর্গফুট, (ঢাকা এরিয়া) এবং ৬০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), আর/১২, শরৎপল্লি, ডাকবাংলো রোড, হোল্ডিং নং ১৪১২/২০, ওয়ার্ড নং ২০, দলিল নং ২২৯০-২০১৪ সালের। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** নিতাই রানার ভবন, **পূর্বে :** ৩৫ ফুট পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** নিরঞ্জন কুট্টির ভবন।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৩.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পশ্চিম মেদিনীপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাম নারায়ণ কেশরী এবং শ্রীমতি রাজকুমারি কেশরী, হোল্ডিং নং বি২-৭৮/১৯৪/১,২ ওয়ার্ড নং ৩, পল্লীশ্রী রোড, থানা - রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০২৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৭৯৪৪৭.০০ টাকা (চার লাখ উনআশি হাজার চারশ সাতচল্লিশ টাকা) ২১.০৪.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১২ মার্চ ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৪৭৯৪৪৭.০০ টাকা (চার লাখ উনআশি হাজার চারশ সাতচল্লিশ টাকা) ২১.০৪.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১৫ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন প্লট মৌজা রামদাসহাটি, জেএল নং ৪, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, অংশত হোল্ডিং নং বি২-৭৮/১৯৪/১, ২, পল্লিশ্রী রোড, থানা : মেটিয়াব্রুজ, বর্তমানে রবীন্দ্রনগর, কলকাতা : ৭০০০২৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাম নারায়ণ কেশরী এবং শ্রীমতি রাজকুমারী কেশরী
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মেঘনাদ ঘোষের জমি এবং নির্মাণ বর্তমানে শশীবালা ভৌমিকের; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** দুলাল সাহার জমি এবং নির্মাণ, **পশ্চিমে :** পরিতোষ চন্দ্র দে এবং ভ্রাতার পুকুর।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১২.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পুরসভা দখল করলেও, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে পড়ার দাবি

উদ্বিগ্ন মালদার দুই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা দখল করলেও,বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন আসলেই বারবার তৃণমূল প্রার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন বলে দাবি, আর এই বিষয়টি নিয়েই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের দুই প্রার্থী।

মঙ্গলবার রাতে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে একটি ঘরোয়া আলোচনায় বসেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূনবাবু। এই বিষয়টি নিয়ে সেখানে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। দলের নেতাকর্মীদের সামনে প্রার্থী প্রসূনবাবু বলেন, 'পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় কোনও ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি নেই। পুর-নির্বাচনে তৃণমূল ভালো ফল করেছে। অথচ লোকসভা ও বিধানসভা ভোট আসলেই সেটি উলটে যাচ্ছে। কেন এটা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

এই আলোচনা সভাতেই হঠাৎ তৃণমূলের পুরাতন মালদা শহর কমিটির সভাপতি বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী দলীয় প্রার্থীর সামনে বলে ওঠেন, 'আমি এই পদে থাকলেও, আমাকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয় না।' সবকিছু মতামত বিনিময় করার পর তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দলের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য, অভিমান, অভাব ও অভিযোগ থাকলে সেটা আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু গোঁজ হয়ে বিরোধীদের সুযোগ করে দেওয়া এটা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে আমরা প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দলের সৈনিক। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা প্রত্যেকেই দল করছি। এবারে তৃণমূলকে জয়ী করে বিরোধীদের দেখিয়ে দিতে হবে।'

অন্যদিকে একইভাবে ইংরেজবাজার পুরসভার পুর-নির্বাচন এবং বিগত দিনের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন সদ্য লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। দলের একাংশের বক্তব্য, ইংরেজবাজার শহর কমিটির সভাপতি রয়েছেন নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। অথচ উনি দক্ষতার সঙ্গে কোনও কাজ করতে গেলে বিরোধিতা করছে একাংশ। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হান জানিয়েছেন, 'সকলকে একসঙ্গেই কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই আমাদের হাতিয়ার। বিরোধীদের কোনও ভাবেই সুযোগ দেওয়া যাবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দূর করতেই মানুষ তৃণমূলকে চাইছে। সে ক্ষেত্রে সবাইকে একসঙ্গে থেকেই বিরোধীদের নির্বাচনে পরাজিত করতে হবে।'

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভার মোট ২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে গত পুরসভার নির্বাচনে ২৬ টি ওয়ার্ড দখল করেছে তৃণমূল। বাকি ৩টি ওয়ার্ড বিজেপির দখলে রয়েছে। চেয়ারম্যান রয়েছেন কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন সুমলা আগরওয়াল। কিন্তু দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার কেন্দ্রে গোহারা হেরেছে তৃণমূল।

জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার পুরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বিজেপি। এরপরই ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে চলে যায়। একই ভাবে পুরাতন মালদা পুরসভার মোট ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে গত পুর-নির্বাচনের ১৭টি দখল করে তৃণমূল। বিজেপি দু'টি ওয়ার্ডে জয়ী হয় এবং একটি ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী জয়ী হন। পরবর্তীতে সেই নির্দল প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। এই পুরসভার চেয়ারম্যান রয়েছেন কার্তিক ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন সফিকুল ইসলাম।

ভোট যুদ্ধে মুখোমুখি প্রাক্তন স্বামী এবং স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র এখন সারা ভারতবর্ষের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন স্বামীর মুখোমুখি প্রাক্তন স্ত্রী। সৌমিত্র খাঁ যিনি বিজেপির টিকিটে ২০১৯ সালে এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরই বিপক্ষে এবারে তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল। ভোট যুদ্ধে মুখোমুখি প্রাক্তন স্বামী এবং স্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে যখন সৌমিত্র খাঁ বিজেপির টিকিটে এই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। সেই সময় সৌমিত্র এবং সুজাতার দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক ছিল তাই আইনি জটিলতার কারণে সৌমিত্র খাঁ প্রচারে এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারলেও, প্রচারের গুরু দায়িত্ব সামলেছিলেন স্ত্রী সুজাতা। সেই ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। পরবর্তীতে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিলে সুজাতা মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। পরে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে তাঁরা একে অপরের রাজনৈতিক শত্রু হিসেবেও পরিণত হয়। বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে বিভিন্ন ভাবে বাক্যবাণে আক্রমণ শানাতে দেখা গিয়েছে।

এবার ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে সুজাতা মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে টিকিট পান বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্যই। ফলে মুখোমুখি ভোট যুদ্ধ হতে চলেছে প্রাক্তন স্ত্রী এবং স্বামীর। ভারতবর্ষের নির্বাচনী ইতিহাসে এই হয়তো প্রথম মুখোমুখি ভোটের লড়াই প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এটা শুধু ভোট যুদ্ধই নয় এটা যেন একটা প্রেস্টিজ ফাইট। প্রার্থী হিসেবে দু'জনের নাম ঘোষণা হওয়ার পরই রীতিমতো প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। দু'জনেই যেন জিততে মরিয়া।

বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর দাবি, 'ভেবেছিলাম আমার বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক প্রার্থী দেওয়া হবে, কিন্তু তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর আমার জয় আরও সহজ হয়ে গেল।' তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের দাবি, 'আমার বিপক্ষে প্রার্থী যেই হোক, আমার একটাই টার্গেট এই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলকে উপহার দেওয়া।'

বহিরাগত প্রসঙ্গে বিজেপিকে আক্রমণ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বহিরাগত প্রসঙ্গে বিরোধী দল বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন পঞ্চয়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তিনি বলেন, 'বিজেপি বলে বেড়াচ্ছে কীর্তি আজাদ নাকি বহিরাগত। কীর্তি আজাদ যদি বহিরাগত হন, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে। তিনি গুজরাটের বাসিন্দা হয়ে উত্তরপ্রদেশে কেন ভোটে দাঁড়ান।'

পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, 'ভোট আসলেই অনেকে রাজ্যে আসেন আর ভাঁওতাবাজি দিয়ে চলে যান। সেই ভাঁওতাবাজি দিয়েই আগে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির যিনি সাংসদ হয়েছিলেন তিনি জোর গলায় বলতেও পারবেন না যে তিনি এলাকায় উন্নয়নের কাজ করেছেন। রাজ্যে উন্নয়ন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের কথা ভেবে যেমন লক্ষীর ভান্ডারের ব্যবস্থা করেছেন, তেমন কৃষকদেরও নানান প্রকল্প করেছেন। যার কারণে তিনি এই রাজ্যে তৃতীয়বার মুখমন্ত্রী হয়েছেন রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদে। কে কাজ করছে আর কে ভাঁওতাবাজি দিচ্ছে সেটা সবাইকে ভাবতে হবে।'

বুধবার বিকেলে কাঁকসা হাটতলায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী কীর্তি আজাদের সমর্থনে প্রচারে আসেন রাজ্যের পঞ্চয়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ১৫৬ জন। এদিন নির্বাচনী প্রচারে কাঁকসা হাটতলায় আয়োজিত তৃণমূলের সভায় যোগ দিয়ে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিজেপি ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করার কথা জানালে, রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন।

এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তী, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়, তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য,ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র, কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূলের সভাপতি কুলদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা।

৪ দিন পর শিশুর শ্বাসনালী থেকে বাঁশি বের চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চার দিন ধরে শ্বাসনালীতে আটকে থাকা বাঁশি বের করলেন চিকিৎসকরা। আবারও চিকিৎসা জগতে আলোড়ন ফেললেন পূর্ব বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। মাত্র চার বছর বয়সি একটি শিশুর শ্বাসনালী থেকে বিনা রক্তপাতে বের করলেন আস্ত একটি বাঁশি।

বিনা রক্তপাতে অস্ত্রোপচারে মাধ্যমে এই বাঁশিটি বের করা হয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের বাসিন্দা রিভু বাউরি (৪) দিন চারেক আগে বাজারে কেনা চকলেটের সঙ্গে পাওয়া ছোট্ট বাঁশিগিলে ফেলে। পরিবারের লোকজন তাকে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু বাঁশি বের হয়নি। কষ্ট পাচ্ছিল শিশুটি। সঙ্গে গলা থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছিল। সোমবার শিশুটিকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার বিকেলে হাসপাতালে এলে প্রথমে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এক্স রে করা হয়। তারপর অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাঁদিকের শ্বাসনালীতে বাঁশিটি আটকে ছিল বলে দেখা যায়।

সোমবার রাতেই অস্ত্রোপচার হয় শিশুটির। নাক কান গলা বিভাগের চিকিৎসক ঋতম রায়, অসীম সরকার, অ্যানেস্থিসিয়া বিভাগের সৌরভ দে সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি টিম অস্ত্রোপচার করে। আপতত শিশুটি সুস্থ আছে বলে জানান চিকিৎসকরা। শিশুর মা ঊষা বাউরি বলেন, 'বাঁশিটি গলায় ৪-৫ দিন আটকে ছিল। আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু, বর্ধমান হাসপাতালে একটুও রক্তপাত না করে শিশুর গলা থেকে এই বাঁশিটি বের করেছে। আমরা হাসপাতালের কাছে কৃতজ্ঞ।' এই প্রসঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের নাক কান গলা বিভাগের প্রধান সোমনাথ সাহা বলেন, 'শিশুর শ্বাসনালী থেকে বাঁশি বের করার নজির আমরা রেখেছি।'

পাইপগান এবং দু' রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার পুলিশ। রায়না থানার হিজলনা এলাকায় এক যুবককের সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করার খবর পেয়ে রায়না থানার পুলিশ ওই যুবককে আটক করে। আটক করার পর তল্লাশি চালানোর সময় এই যুবকের কাছ থেকে একটি পাইপগান সহ দু' রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের বাড়ি বর্ধমান শহরের ছোট নীলপুর আমবাগান এলাকায়। ওই যুবকের নাম বাবাই দে ওরফে কানাই, বয়স ২৪ বছর। মঙ্গলবার রাতে নাকা চেকিং করার সময় বাঁধগাছা মোড় এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ওই যুবককে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট,
পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া,
পিন -৭৪১১০১

দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) সুরভিস্থান পাটুলি bmsvp@bgvbank.co.in	**ভোলানাথ দাস, সুবল কুমার দাস, রাসমণি দাস, স্বতা/ঋণগ্রহীতা :** **১. ভোলানাথ দাস,** পিতা প্রয়াত সুধীর চন্দ্র দাস, গ্রাম - পঞ্চগ্রাম, পো. বাদকুল্লা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১২১, **(ঋণগ্রহীতা)** **২. সুবল কুমার দাস** পিতা প্রয়াত সুধীর চন্দ্র দাস, পাটুলি ঘোষপাড়া, পো. বাদকুল্লা, নদিয়া - ৭৪১১২১ **(জামিনদাতা)** **৩. রাসমণি দাস** স্বামী ভোলানাথ দাস গ্রাম - পঞ্চগ্রাম, পো. বাদকুল্লা, নদিয়া ৭৪১১২১ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : পাটুলি, জেএল নং ৪৩, প্লট নং ১৭১, (আরএস এবং এলআর), খতিয়ান নং আরএস ২১৯, এলআর ১৩০০, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ৪.৬৬৬ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৯৬৩-২০১০ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তরে : নীতিশ দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : নৃপেন দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : কৌশিক দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে :৮ ফুট কাঁচা রাস্তা, থানা : শান্তিপুর,জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১১৬০, ভোলানাথ দাসের নামে সম্পত্তি, গ্রাম :পঞ্চগ্রাম, পো : বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা নদিয়া, ঋণগ্রহীতা হিসেবে।	**ক) ০৫.১০.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ১৪,৯৬,৮৫৩.৪১ টাকা (চোদ্দ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশ তিপান্ন টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** (২৮.০২.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(২) বালিয়া bmbal@bgvbank.co.in	**জগন্নাথ দত্ত** **স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা :** **১. জগন্নাথ দত্ত,** পিতা কালীপদ দত্ত, গ্রাম এবং পো. বালিয়া, থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২৩ **(ঋণগ্রহীতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : বালিয়া, জেএল নং ১৭০, প্লট নং ১১৩১, খতিয়ান নং এলআর ২০১৮, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ৮ ডেসিমেল, দলিল নং ১-২২৪-২০০৩ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : তীব্রজ্যোতি দত্ত, দক্ষিণে : মনোতোষ দত্তর জমি, পূর্বে : অঙুরবালা দত্তর ভবন, পশ্চিমে : কালীপদ দত্তর আইনি উত্তরাধিকারীর ভবন, থানা : চাকদহ, জেলা নদিয়া,পিন : ৭৪১২২৩, জগন্নাত দত্ত, পিতা কালীপদ দত্তর নামে, গ্রাম এবং পো : বালিয়া, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২৩, ঋণগ্রহীতা।	**ক) ২১.১২.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ৯,৭৭,৯৮৭.৫৯ টাকা (নয় লাখ সাতাত্তর হাজার নশো সাতাশি টাকা এবং উনষাট পয়সা)** (৩১.০৭.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৩) বালিয়া bmbal@bgvbank.co.in	**মেসার্স ঘোষ হাসকিং মিল (স্বত্বা. : সমীর ঘোষ) স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ঘোষ হাসকিং মিল (স্বত্বা. : সমীর ঘোষ)** গ্রাম - কৃষ্ণপুর, পো. গ্যাঙ্গসারা মাঝেরগ্রাম, থানা - গঙ্গাপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৮ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. সমীর ঘোষ,** পিতা সুবল চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম - কৃষ্ণপুর, পো. গ্যাঙ্গসারা মাঝেরগ্রাম, থানা - গঙ্গাপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৮ **(ঋণগ্রহীতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ৮৬, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৩৬, খতিয়ান নং এলআর ১৩৬৯, জমির শ্রেণি: বাস্তু,এরিয়া : ২৫ ডেসিমেল, দলিল নং : ১-৪৩৯৫-২০০৬ সালের,চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে: হাসপাতাল,দক্ষিণে: কুমার সরকার, পূর্বে : চিত্ত দাস, পশ্চিমে :সঞ্জয় ঘোষ, গ্রাম : সন্তোষপুর, পো : গরীবপুর, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩৭১০, সমীর ঘোষের নামে সম্পত্তি, গ্রাম : কৃষ্ণপুর,পো : গঙ্গাসারা মাঝেরগ্রাম,থানা: গাংনাপুর,জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৩৮, ঋণগ্রহীতা।	**ক) ২১.১২.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ৭২,১১,৪৭১.৮৪ টাকা (বাহাত্তর লাখ এগার হাজার চারশ একাত্তর টাকা এবং চুরাশি পয়সা)** (৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৪) নৃসিংহপুর bmnsp@bgvbank.co.in	**প্রদীপ হালদার, সুলতা হালদার বর্মন** **স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা :** **১. প্রদীপ হালদার,** পিতা সূর্য হালদার, গ্রাম - উত্তর কলোনি, পো. নৃসিংহপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পব, পিন - ৭৪১৪০৪, **(ঋণগ্রহীতা)** **২. সুলতা হালদার বর্মন** স্বামী প্রদীপ হালদার, গ্রাম - উত্তর কলোনি, পো. নৃসিংহপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পব, পিন - ৭৪১৪০৪, **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : নৃসিংহপুর, জেএল নং ১৬, প্লট নং আরএস ২৯০৯ এবং এলআর ১৫০৮, খতিয়ান নং এলআর ১৪৪৬, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ২ শতক, দলিল নং ১-১৩১৪০৬৪৭১-২০১৭ অনুযায়ী, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : পাকা রোড, দক্ষিণে : বলাই দাসের ভবন, পূর্বে : বলাই হালদারের ভবন, পশ্চিমে : শ্রীদাম হালদারের ভবন, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন ৭৪১৪০৪, প্রদীপ হালদার, পিতা সূর্য্য হালদারের নামে, গ্রাম : উত্তর কলোনি,পো : নৃসিংহপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পব, পিন : ৭৪১৪০৪, (ঋণগ্রহীতা)।	**ক) ০৯.০২.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ১,১৩,৩৬২.৯১ টাকা (এক লাখ তেরো হাজার তিনশ বাষট্টি টাকা এবং একানব্বই পয়সা)** (৩০.০৩.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৫) নৃসিংহপুর bmnsp@bgvbank.co.in	**সৌমেন বর্মন** **স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা :** **১. শ্রী সৌমেন বর্মন** পিতা সুনীল বর্মন, গ্রাম - বরমনপাড়া, পো. নৃসিংহপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ **(ঋণগ্রহীতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : নৃসিংহপুর,জেএল নং ১৬, প্লট নং আরএস ১৭৬৩/৩৬৫০, এলআর ৩৫৬১, খতিয়ান নং আরএস ২৭১, এলআর ২৮৮৮, জমির শ্রেণি: বাড়ি, এরিয়া : ৪.৯৫ ডেসিমেল,দলিল নং ৪৫২১-২০১৮ সালের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে: নৃপেন বর্মনের আইনি উত্তরাধিকারীর জমি, পূর্বে : নিমাই বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : সৌমেন বর্মনের জমি,, গ্রাম : বর্মনপাড়া, পো : নৃসিংহপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, শ্রী সৌমেন বর্মন, পিতা সুনীল বর্মনের নামে, গ্রাম বর্মনপাড়া, পো : নৃসিংহপুর, জেলা: নদিয়া, পিন ৭৪১৪০৪। ঋণগ্রহীতা।	**ক) ১১.০৯.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ১,৬৯,৬৩২.৬৩ টাকা (এক লাখ উনসত্তর হাজার ছশো বত্রিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা)** (১৩.০৮.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৬) নৃসিংহপুর bmnsp@bgvbank.co.in	**উজ্জ্বল হালদার, স্বত্বা/ ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী উজ্জ্বল হালদার,** পিতা প্রয়াত গণেশ হালদার, গ্রাম-হালদারপাড়া, পো :নৃসিংহপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪ **(ঋণগ্রহীতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন,মৌজা : নৃসিংহপুর, জেএল নং ১৬, প্লট নং আরএস ১৪২২/৩০৩৫, এলআর ১৮৪৮, খতিয়ান নং এলআর ৩৫৮১, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ২.৪৭৫ ডেসিমেল, দলিল নং ০২৩৮৫-২০১২ সালের অনুযায়ী, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : তারক হালদার দিগরের ভবন, দক্ষিণে : অজামিল হালদারের ভবন, পূর্বে : গঙ্গারাম হালদারের ভবন, পশ্চিমে : নিবারণ হালদারের ভবন, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, ঋণগ্রহীতা	**ক) ১৫.০২.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ২,৪৬,৩৫১.৬৬ টাকা (দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার তিনশ একান্ন টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা)** (৩০.০৩.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৭) হিজুলি bmhij@bgvbank.co.in	**শঙ্কর দে, প্রদীপ কুমার বিশ্বাস স্বত্বা : /ঋণগ্রহীতা : ১. শঙ্কর দে** পিতা প্রয়াত সুরেশ দে, গ্রাম এবং পো : হালালপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২০২, **(ঋণগ্রহীতা)।** **২. প্রদীপ কুমার বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : কেশাইপুর, পো : চুর্নী রঘুনাথপুর, পিন : ৭৪১৫০১, **(জামিনদাতা)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : কেশাইপুর, জেএল নং ৫৯, প্লট নং আরএস ১০০, খতিয়ান নং আরএস ১৬৯, এলআর ১৫৬১ জমির শ্রেণি : আউশ, এরিয়া : ০.০৩৩ একর, দলিল নং ১৩০৮০৩০৫০-২০১৫ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : সুশীল বিশ্বাস সম্পত্তি, দক্ষিণে : ঝন্টু কৈবর্তর সম্পত্তি, পূর্বে : ভক্তা রায়ের সম্পত্তি,পশ্চিমে : চৈতন্য বাগের সম্পত্তি, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০১, শঙ্কর দে পিতা প্রয়াত সুরেশ দে এর নামে সম্পত্তি, গ্রাম এবং পো : হালালপুর, জেলা :নদিয়া, পিন : ৭৪১২০২, (ঋণগ্রহীতা)।	**ক) ১৫.০২.২০২৩** **খ) ০৮.০৩.২০২৪** **গ) ২,৮৪,৫১২.৩২ টাকা (দুই লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশ বারো টাকা এবং বত্রিশ পয়সা)** (৩১.০৮.২০২১ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৮) কৃষ্ণনগর bmksn@bgvbank.co.in	**অজয় কুমার মোদক, সুনন্দা মোদক, স্বত্বা : /ঋণগ্রহীতা : ১. অজয় কুমার মোদক,** পিতা গৌর চন্দ্র মোদক, সিএমএস খ্রিস্টান পাড়া ফার্স্ট লেন, পো : কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. সুনন্দা মোদক,** স্বামী অজয় কুমার মোদক, সিএমএস খ্রিস্টান পাড়া ফার্স্ট লেন, পো : কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : কৃষ্ণনগর, জেএল নং ৯২, প্লট নং আরএস ৩০৫৬ এলআর ৭৮৭২, খতিয়ান নং আরএস ৭৭৬৯, এলআর ৩১১০, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ১.৫০ ডেসিমেল, দলিল নং ৫৩৭৬-২০২০ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : প্রয়াত মীরা কুন্ডুর ভবন, দক্ষিণে : আর কে মিত্র লেন রোড, পূর্বে : সঞ্জয় কুমার মোদকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : গোরা ঘোষের সম্পত্তি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, অজয় কুমার মোদক,পিতা গৌর চন্দ্র মোদকের নামে সম্পত্তি, সিএমএস খ্রিস্টান পাড়া ফার্স্ট লেন, ব্যাঙ্ক লেন, পো : কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা।	**ক) ০৩.০৩.২০২৩** **খ) ১১.০৩.২০২৪** **গ) ৪,৩৪,২৩১.০০ টাকা (চার লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো একত্রিশ টাকা)** (২৯.০৯.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(৯) হাউলিয়া পার্ক মোড় bmhpm@bgvbank.co.in	**শ্রীমতি দীপা ঠাকুর, শ্রী সঞ্জয় ঠাকুর স্বত্বা:/ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রীমতি দীপা ঠাকুর,** স্বামী সঞ্জয় ঠাকুর, গ্রাম : রামজীবনপুর, থানা : তেহট্ট,জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬০ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. শ্রী সঞ্জয় ঠাকুর,** পিতা গোপাল চন্দ্র ঠাকুর, গ্রাম : রামজীবনপুর, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬০ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : রামজীবনপুর, জেএল নং ৯৫, প্লট নং এলআর ১৬৬, ১৬৭/৭১১, খতিয়ান নং এলআর ৯০৭, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ৬.৭৮০ শতক, দলিল নং ১৪৩৫-২০১৭ সালের অনুযায়ী, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : শ্রীকান্ত বিশ্বাসের ভবন, প্লট নং ৭১১, দক্ষিণে : মালিকের উপস্থিতি, পূর্বে : মালিকের জমি প্লট নং ১৬৬, পশ্চিমে : মালিকের নিজের ভবন, গ্রাম : রামজীবনপুর, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬০, শ্রী সঞ্জয় ঠাকুর, পিতা গোপাল চন্দ্র ঠাকুর এর নামে ,গ্রাম : রামজীবনপুর, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬০, জামিনদাতা।	**ক) ০২.০৯.২০২৩** **খ) ১১.০৩.২০২৪** **গ) ৫,৬৩,৬৭৬.৮৩ টাকা (পাঁচ লাখ তেষট্টি হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং তিরাশি পয়সা)** (২৯.০৬.২০২৩ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(১০) দেবগ্রাম bmdbg@bgvbank.co.in	**মেসার্স পাল ফার্মেসি, স্বত্বা : সুখেন পাল, শ্রী প্রশান্ত দাস স্বত্বা:/ ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স পাল ফার্মেসি, স্বত্বা: সুখেন পাল,** পাওয়ারহাউস পাড়া, দেবগ্রাম, নদিয়া,৭২১১৩৭ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. শ্রী সুখেন পাল** পিতা মেঘনাদ পাল, গ্রাম - শিবনগর চকবেঘিয়া পো . পালিতবেঘিয়া জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৩৭ **(ঋণগ্রহীতা)** **৩. শ্রী প্রশান্ত দাস** পিতা জগদীশ দাস, গ্রাম : জয়কালীপুর, পো : দেবগ্রাম, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা: নদিয়া, পিন : ৭৪১১৩৭ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন,মৌজা : চকবেগে, জেএল নং ৭২, প্লট নং আরএস ৪৬৫, এলআর ৪৬৫, খতিয়ান নং এলআর ৫০৯২,জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ৪ শতক, দলিল নং ১-৩৯৭৯-২০২০ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে: অশোক দে এর ভবন, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া মাটির সড়ক এবং সমর পালের বাগান, পূর্বে : দীনবন্ধু দে এর ভবন, পশ্চিমে : রামলাল পালের ভবন, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৩৭, শ্রী সুখেন পাল পিতা মেঘনাথ পাল এর নামে গ্রাম : শিবনগর, চকবেঘিয়া, পো : পালিতবেঘিয়া, জেলা : নদিয়া, ৭৪১১৩৭, ঋণগ্রহীতা।	**ক) ১১.০৯.২০২৩** **খ) ১১.০৩.২০২৪** **গ) ৬,২৪,১৬১.০০ টাকা (ছয় লাখ চব্বিশ হাজার একশ একষট্টি টাকা)** (৩০.০৩.২০২৩ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।
(১১) দোগাছি bmdgh@bgvbank.co.in	**শ্রী সিদ্ধার্থ সমাদ্দার, শ্রী পলাশ সরকার, স্বত্বা:/ ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী সিদ্ধার্থ সমাদ্দার,** পিতা প্রয়াত সুশীল সমাদ্দার, ৪১, কে ডি সেন লেন, নুরী পাড়া, পো : কৃষ্ণনগর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. শ্রী পলাশ সরকার,** পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ গোপাল সরকার, রাধা নগর লেন, পো : ঘূর্ণি, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : কৃষ্ণনগর, জেএল নং ৯২, প্লট নং আরএস ৬০৭১ এবং এলআর ৮৮৮০, খতিয়ান নং আরএস ২৮৬৪, এলআর ৩২৪৩৫ জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ৩.২০ শতক, দলিল নং ১-১৩০১০৮৬৪৪-২০১৫ সালের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তরে: নীলমণি কর্মকার এর ভবন এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : বাবুলাল বিশ্বাস এবং গোপাল চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পূর্বে :প্রশান্ত সিংহ এর ভবন,পশ্চিমে: নিতাই আচার্যর ভবন, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, শ্রী সিদ্ধার্থ সমাদ্দার, পিতা প্রয়াত সুশীল সমাদ্দার, ৪১, কে ডি সেন লেন, নুরী পাড়া, পো :কৃষ্ণপুর, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা।	**ক) ০৮.০২.২০২৩** **খ) ১১.০৩.২০২৪** **গ) ১১,৩৫,৫৫৭.১০ টাকা (এগার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা এবং দশ পয়সা)** (৩১.০৩.২০২২ পর্যন্ত সুদ হিসেবকৃত) সহ অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক,
নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৪ ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

গৌরীপুর জুটমিল নিয়ে শ্রমিকদের ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বন্ধ বছর ধরে বন্ধ আয়তনে দেশের সবচেয়ে বড় নৈহাটির গৌরীপুর জুটমিল। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গৌরীপুর জুটমিল খোলার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিল রাজ্য সরকার। মিলটি খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। এমনকী কয়েকদিন আগে বন্ধ মিলের গেটে রং-ও করা হয়েছে। কিন্তু ভগ্যাবশেষ অবস্থায় পড়ে থাকা মিলটিতে তারপর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়নি। ভোটের মুখে মিল না খোলায় বেজায় ক্ষুব্ধ শ্রমিক মহল্লার মানুষজন। এই বন্ধ মিল নিয়ে শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, গৌরীপুর জুটমিল চালু নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি করা হয়েছে। গৌরীপুর শিল্পতালুক আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থীকে নিশানা করে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পার্থ ভৌমিক সবসময় ডুয়েল গেম খেলেন। ব্যারাকপুরের মানুষ এবার এর জবাব দেবে। সাংসদের অভিযোগ, নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মা কমিটি জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছে। অরবিন্দ রোডের হকার ভাইদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হকার ভাইরা না খেয়ে মরছে। সাংসদের দাবি, এবার পার্থ ভৌমিকের সিন্ডিকেটরাজ খতম করতে হবে। ভোট পরবর্তী হিংসার নায়ক পার্থ ভৌমিক ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সিবিআই ওই দু'জনের নামে এফআইআর করেছিল। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার তদন্তও

চলছে। তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ভোটে জেতার দাবি করেছেন নৈহাটির তৃণমূল সভাপতি সনৎ দে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ২০১৯ সালে ব্যারাকপুর থেকে বিজেপি জিতেছিল। এবারও বিজেপি জিতবে। সাংসদের কথায়, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে দু'লক্ষ ভোটে জেতার দাবি করেছিল তৃণমূল। কিন্তু সেবার বিজেপির কাছে ওদের হারতে হয়েছিল। তবে সাংসদকে এই মুহূর্তে কিছুই বলতে চাইছেন না ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'আমার বন্ধু ভালো থাকুক।' ব্যস, আর কিছুই তিনি মন্তব্য করতে চাননি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তাঁর মন্তব্য, জমিদারী কায়দার বিরুদ্ধে হবে গরিব মানুষের লড়াই। সেই লড়াইতে তিনি জয়ী হবেন।

লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে অভিমান শান্তনু সেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভার টিকিট পাননি ডাঃ শান্তনু সেনও। তাতে তাঁর মনে খানিকটা অভিমান হয়েছে তা অকপটে স্বীকার করে নিতেও দেখা গেল রাজ্যসভার প্রাক্তন এই সাংসদকে। রাজ্যসভার সাংসদ পদ সদ্য শেষ হওয়ার পর নতুন করে আর মনোনয়ন দেয়নি দল। আশা ছিল মিলতে পারে লোকসভার টিকিট। কিন্তু, গত রবিবার ব্রিগেড থেকে ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু, তাতে নাম নেই সদ্য প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনের।

সম্প্রতি মেয়াদ শেষ হলেও রাজ্যসভাতে তাঁকে যে আর দলের তরফ থেকে পাঠানো হয়নি তাতেও খারাপ লাগা রয়েছে, বলছেন শান্তনু। এই প্রসঙ্গে তিনি অকপটে জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে আমি দল করি। তিনি আমায় রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন। আমি পরিসংখ্যান তুলে বলতে পারি রাজ্যসভায় প্রাপ্ত করে দলের জন্য কাজ করেছি। বিজেপির বিরুদ্ধে উগ্রভাবে আন্দোলন করেছি। দল যা বলেছে সেই নির্দেশ পালন করেছি। ভালোভাবে কাজ করার পর ভেবেছিলাম লোকসভায় টিকিট পাব। কিন্তু, কোনও কারণে দল সেটা করতে পারেনি।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'লোকসভার ক্ষেত্রেও স্বপ্ন দেখিনি তা নয়। যেহেতু পার্লামেন্টে পলিটিক্সটা মন দিয়ে করেছিলাম তাই ভেবেছিলাম লোকসভায় জায়গা হতে পারে। সেটা হয়নি। মনে কিছুটা খারাপ লেগেছে, কষ্ট হয়েছে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসটা প্রথমদিন থেকে করি। আমি আমার পেশাগত কাজ বাদ দিয়ে দিনের বাকি সময়টা তৃণমূলের জন্য নিয়োজিত করি। সিপিএমের হাতে মারও খেয়েছি। তাই আশা করে আশাহত হলে কষ্ট তো লাগবেই।'

তবে শান্তনু কিন্তু আস্থা রাখছেন দলেই। এই প্রসঙ্গে শান্তনু এও জানান, 'কষ্টকে চেপে রেখে দল যা দায়িত্ব দেবে আগামীদিনে নিষ্ঠার সঙ্গে আমি পালন করব। মনে কষ্ট থাকলেও আমি কাজ করে যাব। আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা আছে।'

ইডি দপ্তরে সিআইএসএফ জওয়ানদের রাইফেল কাড়ার চেষ্টা তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নানা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে গত বেশ কয়েক মাস ধরে চরম ব্যস্ততা ইডি দপ্তরে। এরইমধ্যে সিজিও-তে ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। ইডি দপ্তরে সিআইএসএফ জওয়ানদের রাইফেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক তরুণীর বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় তাঁকে আটক করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণীর নাম প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু। তাঁর বাড়ি সল্টলেকে।

সূত্রের খবর, বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই তরুণী ইডি দপ্তরে সিজিও কমপ্লেক্সের সাততলায় যান। তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় কথা বলতে এগিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। কোথায়, কার কাছে যেতে চাইছেন জানতে চাওয়া হয়। এদিকে নিরাপত্তারক্ষীদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে আচমকা কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ানের রাইফেল ধরে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করে দেন ওই তরুণী। এরপর অবস্থা বেগতিক দেখে তরুণীকে ইডি দপ্তরে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। খবর পাওয়া মাত্রই সিজিও-তে চলে আসে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে, ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন। সে কারণেই এই কাণ্ড করে থাকতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই তরুণীকেও। কেন, কোন উদ্দেশ্যে তিনি সিজিওতে এসেছিলেন তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

নিয়োগ দুর্নীতি প্রমাণিত হলে বাতিল হবে সম্পূর্ণ বা নিয়োগের অংশবিশেষ: আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি মামলায় এবার বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। আদালতের তরফ থেকে বুধবার জানানো হল, নিয়োগ দুর্নীতি প্রমাণিত হলে বাতিল করা হতে পারে সম্পূর্ণ নিয়োগ কিংবা গোটা নিয়োগের অংশ বিশেষ। সঙ্গে এও জানানো হয়, এই দু'টি বিকল্প পথই এখনও পর্যন্ত আদালতের কাছে রয়েছে বলে বুধবার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানান হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক। একইসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'যদিও এটি একেবারে প্রাথমিক পর্যায় এবং এখনও অনেক কিছু খতিয়ে দেখবে আদালত।' সঙ্গে বিচারপতির সংযোজন, যদি সবটা অবৈধ হয়, তবে পরিণতি যা হওয়ার তাই হবে। এরই রেশ ধরে এদিন বিচারপতিকে এ প্রশ্নও করতে দেখা যায়, কেউ পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পেলে তার সঙ্গে কি করা উচিত তা নিয়েও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন আদালতে ফের কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকরা। সেই সময়েই বিচারপতির মন্তব্য,

'কমিশনকে বিশ্বাস করতে না পারলে তো গোটা নিয়োগ বাতিল করা উচিত। তাহলে গোটা প্রক্রিয়াটাই তো অস্বচ্ছ। একটা পচা আপেল গোটা ঝুড়ির আপেলকে নষ্ট করে দেয়।' সেই পচা আপেল খুঁজে বের করার জন্য আদালতে সওয়াল করেন বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকরা। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতির প্রশ্ন, এটা আদৌ করা সম্ভব কি না তা নিয়েই। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, ২৩ লাখ চাকরিপ্রার্থী কী দোষ করেছিলেন? তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন যে নিয়োগ প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়।

উল্লেখ্য, এদিন আদালতে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র বলেন, এসএসসির তরফে আদালতের সামনে সব কথা বলা হচ্ছে না। তাঁর দাবি, কমিশনের কারা কারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটা প্রকাশ্যে আনা হোক। বিশেষ করে ওএমআর শিটের মূল্যায়ন ও ওএমআর স্ক্যান করার বরাত কাকে কীভাবে দেওয়া হয়েছিল সেটা যাতে স্পষ্ট জানানো হয়, সেই দাবিও তোলেন তিনি। তিনি বলেন, 'টেন্ডার দেওয়ার প্রক্রিয়া কমিশনের দপ্তরেই হয়েছিল। এখন কমিশন বলছে যে তারা সিবিআই-এর রিপোর্টে নাম থাকা ডেটা স্ক্যান টেক সংস্থার নাম জানে না। আর এখানেই আইনজীবী জয়ন্ত মিত্রের প্রশ্ন এটা সম্ভব কি না তা নিয়েই। সঙ্গে আইনজীবী এ প্রশ্নও তোলন, এই কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও। সে কথা শুনেই বিচারপতি বলেন, 'যদি কমিশনকে বিশ্বাস না করা যায় তাহলে তো গোটা নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া উচিত।'

আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের লিফটে পা আটকাল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: আলিপুরে ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে বিপত্তি। লিফটে আটকে পড়েন এক ব্যক্তি। আলিপুরে জেলাশাসকের অফিসের ভিতরে ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে লিফটে পা আটকে যায় এক ব্যক্তির। পা আটকে ঝুলতে থাকেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর উদ্ধার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। জানা গিয়েছে, বছর চুয়াল্লিশের ওই ব্যক্তির নাম সাবুদ্দিন মোল্লা। উদ্ধারের পর এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।

এখানকার কর্মীদের একাংশের দাবি, লিফট ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। লিফটে নজরদারির অভাব রয়েছে। একইসঙ্গে অভিযোগ, লিফটে যদি ১০ জনের ওঠার ক্ষমতা থাকে, ঠেলাঠেলি করে তাতে আরও ৩-৪জন উঠে পড়েন। কেউ দেখার নেই বলে অভিযোগ। যতজন লিফটে ওঠার নিয়ম তার থেকে বেশি লোক উঠে পড়ায় নানারকম বিপত্তিই লেগে থাকে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বুধবারও একই ঘটনা ঘটেছিল। এদিনও তাড়াহুড়ো করে একসঙ্গে বেশি লোক উঠে পড়ে। এরপরই এই ঘটনা।

নরেন্দ্রপুর থেকে উদ্ধার ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নরেন্দ্রপুর: নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রানাভুতিয়ার কালভার্ট থেকে উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ। সাত সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এমনই ঘটনা নজরে আসে এলাকাবাসীর। এরপরই দ্রুত তাঁরা খবর দেন নরেন্দ্রপুর থানায়। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রজত দাস (৩৫)। তিনি মাটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। এলাকাবাসীর দাবি, কুপিয়ে খুন করা হয়েছে তাঁকে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে দেখি একটা কিছু পড়ে রয়েছে। একটু কাছে যেতেই দেখতে পাই একটা ক্ষতবিক্ষত দেহ। তারপরই আমরা পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কে বা কারা করল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, রানাভুতিয়া এলাকায় কালভার্টের কাছে রাস্তায় দেহটি পরে থাকতে দেখেন এলাকার সাধারণ মানুষ। দেহে একাধিক জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন আছে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। তবে এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে রহস্যের সমাধান করতে চাইছে তা হল, পুরনো কোনও বিবাদ নাকি ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও ঝামেলার জন্য এই খুন?

অসুস্থ টলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। খবর, ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। শারীরিক অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটে যে তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। দমদমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। স্টার জলসার গীতা এলএলবি-তে অগ্নিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

অভিনেত্রীর পরিবারের সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ৬ মার্চ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথম থেকেই আইসিইউতে রাখা হয়েছে তাঁকে। শুধু ক্যানসার নয়, কোলেস্টেরল রয়েছে, কিডনির সমস্যা রয়েছে, হার্টের রোগও রয়েছে অভিনেত্রীর। এই মুহূর্তে চিকিৎসকের কড়া নজরে রয়েছেন তিনি।

দক্ষিণবঙ্গ-সহ বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: দক্ষিণবঙ্গের ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি দিন ও রাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ৩-৪ ডিগ্রি মতো বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রার পারদ, পাশাপাশি ১৪, ১৬ ও ১৭ মার্চ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ১৫ মার্চ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও বৃষ্টি হবে হালকা।

বুধবার সকাল থেকেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মহানগরীতে এদিনও বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবারের পর থেকে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে। মূলত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হলেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে।

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। তাছাড়া বৃহস্পতিবার কলকাতার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টি হতে পারে হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায়। শুক্রবার এবং শনিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।

সুজয়কৃষ্ণর ভয়েস স্যাম্পল রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাট কাকুর ভয়েস স্যাম্পল রিপোর্ট নিয়ে এবার ফের প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একইসঙ্গে জানতে চাওয়া হল লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের টাকার সোর্সও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে কি বিচারাধীন রয়েছে?' এই প্রসঙ্গে মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে জানান, 'প্যানেল প্রকাশের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।' যদিও এতে তদন্তে কোনও সমস্যা নেই বলেই জানানো হয়। আদালত সূত্রে এও খবর, বুধবার বিচারপতি তদন্তকারীদের প্রশ্ন করেন, তাঁরা টাকার সোর্স সম্পর্কে জানতে পেরেছেন কি না। উত্তরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর তরফ থেকে জানানো হয়, 'প্রতিটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। অনেক অ্যাটাচমেন্ট করা হয়েছে। সিবিআই অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম পেয়েছে।' এরপরেই বিচারপতির প্রশ্ন, 'তদন্ত দ্রুত শেষ হবে কি না তা নিয়েই। সিবিআই-এর পক্ষ থেকে এদিন বলা হয়, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতির তদন্ত দিয়ে এই মামলা শুরু হয়। এরপর পুরসভা, রেশন প্রসঙ্গও আসে।' এদিন ফের সিবিআই-এর

আইনজীবীর কণ্ঠে 'প্যান্ডোরা বক্স' প্রসঙ্গও উঠে আসে।

এদিকে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষার রিপোর্ট প্রসঙ্গ এদিন উঠে আসে বিচারপতির কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'শেষবার আপনাদের অ্যাটাচমেন্টের কিছু ছিল না। আদালত বলার পর করেছিলেন। ভয়েস স্যাম্পলের রিপোর্ট কী হল? দু'মাস সময় পার হয়ে গিয়েছে।' সিএফএসএল- এর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। বিচারপতির এই দিনের পর্যবেক্ষণ, 'এই বিষয়গুলি খুব দরকার যদি কিছু করতে চান। নাহলে স্যাম্পল নিয়ে কী লাভ?' সিবিআই-এর তরফে বলা হয়, 'পরের দিন এই বিষয়ে তারা আদালতে তথ্য দেবে।'

উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নামে সিবিআই। তদন্তে ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় নয়, গ্রেপ্তার করা হয় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও। এরপর একাধিক নাম উঠে আসে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে উঠে আসে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম। তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এরপর মাঝে অবশ্য তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এদিকে তদন্তকারীরা তাঁর ভয়েস স্যাম্পেল টেস্টের অনুমতি পায় আদালতের তরফে। এরপর গত জানুয়ারি মাসের প্রথমের দিকে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করার জন্য। সেই পরীক্ষা হলেও এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট সামনে আসেনি।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 295 to 304/23-24 Dated. 13-03-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Burdwan, Jhargram and Uttar Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **14-03-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **01-04-2024 upto 3.00 pm**
Date: 13.03.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **16/GGP/ CFC (TIED)/ 2023-24,** With Vide Memo No. **116/GGP/2023-24, Dated:- 12-03-2024,** The Last date for online submission of tender is **20/03/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchaya

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/NIT/64/2024, Pant/NIT/65/2024, Pant/NIT/66/2024, Pant/NIT/67/2024, Pant/NIT/68/2024, Pant/NIT/69/2024, Pant/NIT/70/2024, Pant/NIT/71/2024, Dated 13/03/2024**. Last Date of Submission of Bid through online **27/03/2024 upto 11 AM**. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal, P.O-Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender (NIeT) **No:- 04/BOKHARA-II GP/ 15TH CFC/2023-24 Dated:- 13/03/2024.** The last date of online submission of tender is **19-03-2024 upto 14 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Moniruzzaman
(Prodhan, Bokhara-II GP)

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
E-TENDER NO.: TN/07/AE/B-I/ 23-24, Date: 12.03.2024
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite **www.hmc.gov.in** & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **22.03.2024**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

NIT-18/23-24, Date-13.03.2024
E-Tenders are invited for construction of Open Stage at Plassey College, Nadia. For details visit **www.plasseycollege.ac.in**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T No- WBMAD/ULB/ BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/30/2023-2024
Memo No:- 3535/BM/2023-2024
Dated. 12-03-2024
Name of the Work- In 07 nos. Different Type of civil work in Ward No-8 & 9
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/31/2023-2024
Memo No:- 3543/BM/2023-2024
Dated. 13.03.2024
Name of the Work- In 10 nos. of civil work in Ward No- 2, 5, 12, 16, 20, 21.
N.I.T No. WBMAD/ULB/ BM/PW/ DEVELOPMENT GRANT/NIT/32/2023-2024
Memo No:- 3544/BM/2023-2024
Dated. 13.03.2024
Name of the Work- In 6 nos. of civil work in Ward No- 13, 14, 16.
Last Date of Submission 13.04.2024.
For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Guard Wall at Naim Nagar D Block Pukurpar, within Ward No.- 14, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-458/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_685179_1 • Estimated Amount : Rs. 8,55,699/-
Last Date : 21st March 2024, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-78 (03 Nos.) of 2023-2024 Dated. 12.03.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
DASPUR::GHATAL:: PASCHIM MEDINIPUR
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-14/23-24,Memo No-137,Date-07.03.2024
Tendar Through inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of workat Daspur-II GRAM Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date **08.03.2024.** Bid Submission end Date **-18.03.2024.** Bid Opping Date **22.03.2024.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Daspur-II Gram Panchayat

NIT No. 05/2023-24 (2ND Call), DT- 13/03/2024
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. Construction of Community hall at Irrinchi farm west side near Eco hub under WBCADC,Tamluk Project. (15.25 m x 6.0 m) Krishnanagar, Khejuri. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 15/03/24. Tender **ID: 2024_PRD_684705_1** Bid submission end date for the following works **12/04/2024 at 18:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 2058169/**
SD/- Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P& RD,
Govt. of WB
Mob No:9732597683, 9434667766

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, সাম্প্রতিক সময়ের জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি, এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	এইচএমসি অধীন ওয়ার্ড নং ৩, ৮, ৯, ১০, ১৯, ৪৪, ৪৫, ৫০, স্থিত বিভিন্ন নিকাশির পলি অপসারণ।	নং ১৮৫৫/কনস/২৩-২৪, তারিখ : ১১/০৩/২০২৪
২.	এইচএমসি অধীন ওয়ার্ড নং ৬, ৭, ২০, ২১, ২৩, ২৯, ৩৮, জোন ১, ৪০, ৪১, জোন-১, ৪২, জোন-১, ৪৬, জোন-১, ২, ৩, ৪৭, জোন-১, ২, ৩, ৪৮, জোন-১, এবং ৪৯, জোন-১।	নং ১৮৫৬/কনস/২৩-২৪, তারিখ :১১/০৩/২০২৪

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ৩০.০৩.২০২৪ বেলা ১টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in
৩০৬(৩)/২৩-২৪
১৩.৩.২৪
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-Tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount
1	House service water Connection with Saddle to 4332 nos. of Premises at different wards under AMRUT 2.0 within Beldanga Municipality.	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-25/ 2023-24	N.A.
2	House service water Connection with Saddle to 3500 nos. of Premises at different wards under AMRUT 2.0 within Beldanga Municipality.	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-26/ 2023-24	N.A.
3	Concrete & Bituminous Road Restoration for Zone-I, Zone II & Zone III for Distribution Network within Beldanga Municipality for Proposed Water Supply Scheme under AMRUT 2.0.	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-27/ 2023-24	5.48 Crore
4	Concrete & Bituminous Road Restoration for Rising and Conveying Main from Intake to WTP and WTP to ICWR and ICWR to OHR Zone-I, II, III within Beldanga Municipality for Proposed Water Supply Scheme under AMRUT 2.0	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-28/ 2023-24	1.34 Crore

Last date for submission of tender on **08.04.2024 at 3:00 PM.**
For details visit - **www.municipalitybeldanga.org**, **www.wbtenders.gov.in**

কোহলি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবেন না, বিশ্বাস হয় না ব্রডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই ভারত টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে, বিষয়টি অনেক আগেই নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ। কিন্তু বিরাট কোহলিকে ২০ ওভারের বিশ্ব আসরে আদৌ দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং এ ব্যাপারে বিসিসিআইয়ের কেউই স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না।

তবে কোহলিকে নিয়ে যে খবর, সেটা নড়েচড়ে বসার মতোই। সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে ছাড়াই আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ,যুক্তরাষ্ট্রে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারে ভারত। তাদের প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়, কোহলিকে বিশ্বকাপ দলে রাখা,না রাখার বিষয়টি বিসিসিআইয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুরোপুরি নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার নাকি কোহলিকে জানিয়েও দিয়েছেন, কেন তিনি তাঁকে বিশ্বকাপ দলে রাখতে চাইছেন না।

খবরটি দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নজর এড়ায়নি স্টুয়ার্ট ব্রডেরও। ইংল্যান্ডের সাবেক এই পেসার খ বরটি দেখেছেন ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট 'স্পোর্টসকিডা'র এক্স অ্যাকাউন্টে।

সেখানে ব্রড লিখেছেন, 'এটা (বিশ্বকাপে কোহলির না খেলা) সত্যি হতে পারে না। ভক্তদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে খে লাটিকে ছড়িয়ে দিতে আইসিসি আমেরিকায় বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। নিউইয়র্কে ভারত,পাকিস্তান ম্যাচ হবে। সেখানে বিরাটই (কোহলিই) বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আমি নিশ্চিত ওকে দলে নেওয়া হবে।'

ব্রডের মতো বিষয়টি নজরে এসেছে আরেক পেসার মোহাম্মদ ইরফানের। পাকিস্তানের দীর্ঘদেহী এই পেসার মনে করেন, যাঁরা কোহলির টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা আসলে গলির ক্রিকেটের যোগ্য।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'নিউজ২৪',কে ইরফান বলেছেন,

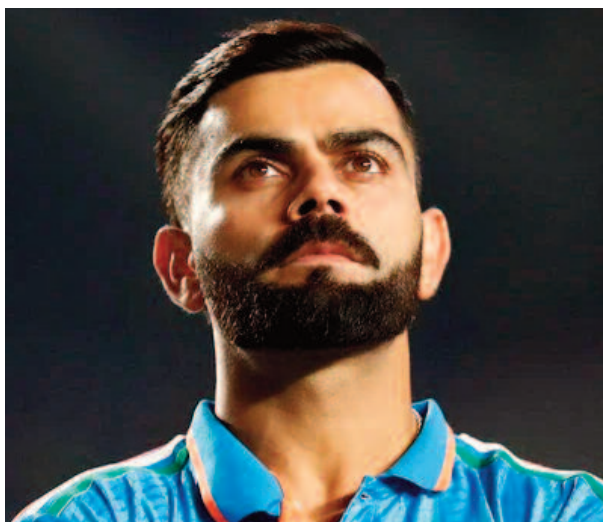

'আপনি বিরাট কোহলিকে বাদ দিয়ে দল সাজাতে পারেন না। সে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান। সে কী করতে পারে, তা আমরা গত বছর (ওয়ানডে) বিশ্বকাপেই দেখেছি। সে একাই ভারতকে ৩,৪টি ম্যাচ জিতিয়েছে। সে,ই সত্যিকারের খে লোয়াড়, যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে জেতাতে পারে। যারা টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলির জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তারা গলির ক্রিকেটের যোগ্য।'

২০২২ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দীর্ঘ ১৪ মাস ভারতের হয়ে এই সংস্করণে খেলেননি কোহলি। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে ভারতের টি,টোয়েন্টি দলে ফেরেন। তবে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওই সিরিজে ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ খেলে একটিতে ২৯, অন্যটিতে ০ রানে আউট হন।

জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্রে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই সংস্করণে সেটাই ছিল ভারতের শেষ সিরিজ। এ কারণে শুধু আফগান সিরিজের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচক প্যানেল ও টিম ম্যানেজমেন্ট কোহলিকে বিশ্বকাপ দলে নিতে চান না। দ্য টেলিগ্রাফের খবর অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচক আগারকার কোহলির পরিবর্তে তরুণ কাউকে সুযোগ দিতে চান।

তবে কোহলির টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগামী ২২ মার্চ শুরু হতে যাওয়া আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুর্দান্ত কিছু করে আগারকারের মন জিতে নিতে পারলে তিনি সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারেন। কোহলিকে সেটা করতে হবে আইপিএলের শুরু থেকেই। কারণ, বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে দলগুলোকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে আইসিসি।

কুলদীপ জানতেন, অ্যান্ডারসনের ৭০০তম উইকেট হবেন তিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুলদীপ যাদবের ভবিষ্যদ্বাণী তো মিলে গেল!

ধর্মশালা টেস্টে শনিবার টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয় বোলার ও প্রথম পেসার হিসেবে ৭০০ উইকেটের মাইলফলকের দেখা পান জেমস অ্যান্ডারসন। ইংলিশ এই পেসারের ৭০০তম উইকেট ছিলেন ভারতের স্পিনার কুলদীপ যাদব।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, কুলদীপ আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি,ই হতে যাচ্ছেন অ্যান্ডারসনের ৭০০তম উইকেট। অ্যান্ডারসনকে এই ভাবনার কথা কুলদীপ আগেই জানিয়েছিলেন।

অ্যান্ডারসন ধর্মশালা টেস্টে তৃতীয় দিন শুরু করেছিলেন ৬৯৯ উইকেট নিয়ে। এর আগে টেস্টের দ্বিতীয় দিন শুবমান গিলকে ১১০ রানে আউট করে উইকেটসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯৯,এ। ৭০০তম উইকেটের জন্য বেশ অপেক্ষা করতে হয় এই ইংলিশ পেসারকে।

কুলদীপের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অ্যান্ডারসন বলেছেন বিবিসির 'টেলএন্ডারস পডকাস্ট',এ। সেখানে তিনি বলেছেন, 'কুলদীপ থার্ড ম্যানে বল ঠেলে নন স্ট্রাইকে আসে, আমিও বোলিং মার্কে ফিরছিলাম। তখন ও বলল, আমি তোমার ৭০০তম উইকেট হতে যাচ্ছি।

এমনভাবে বলেনি যে সে আউট হওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা ওর নিজের কাছে মনে হয়েছে বলেই বলেছে। পরে আমরা দুজনেই হেসেছি।'

সেদিন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন অ্যান্ডারসনের বাবা মাইকেল। কীর্তিটি গড়ার পর অ্যান্ডারসন নিজে যতটা রোমাঞ্চিত ছিলেন, তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছেন তাঁর বাবা। অ্যান্ডারসন এ নিয়ে বলেন, 'আমার বাবা সেখানে ছিল, বাবার সঙ্গে ড্রিংকস করেছি, খ ুবই ভালো সময় কেটেছে। সে আমার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত ছিল। সম্ভবত আমি আরও রোমাঞ্চিত হতাম, আমরা যদি টেস্ট ম্যাচটি অথবা সিরিজটি জিততাম।'

টেস্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় অ্যান্ডারসনের ওপরে এখন শুধু মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০) ও শেন ওয়ার্ন (৭০৮)। সামনে ২০০ টেস্ট খেলার হাতছানিও আছে তাঁর সামনে। অ্যান্ডারসনের এমন অর্জনে মুগ্ধ পুরো ক্রিকেটবিশ্ব। এমন কীর্তিকে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং গড়ের (৯৯.৯৪) সঙ্গে তুলনা করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইন। আর ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের কাছে মনে হচ্ছে, কল্পকথাকে হার মানানো এক কীর্তিই গড়েছেন অ্যান্ডারসন।

র‍্যাঙ্কিংয়ে অশ্বিনের 'ছক্কা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ফেব্রুয়ারিতে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে সরিয়ে আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন যশপ্রীত বুমরা। সেই বুমরাকে সরিয়ে আবার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন অশ্বিন। এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন এই ভারতীয়।

দুইয়ে নেমে যাওয়া বুমরার সঙ্গে আছে অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউডও। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে ব্যর্থ হয়ে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫ নম্বরে নেমে গেছেন স্টিভ স্মিথ।

গত সপ্তাহে শেষ হওয়া ধর্মশালা টেস্ট ছিল অশ্বিনের টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। মাইলফলকের সেই টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নেন অশ্বিন। মুত্তিয়া মুরালিধরন, শেন ওয়ার্ন ও অনিল কুম্বলের পর চতুর্থ বোলার হিসেবে নিজের ১০০তম টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। যা তাঁকে ষষ্ঠবারের মতো টেস্ট বোলারদের শীর্ষে তুলে দিয়েছে।

অশ্বিন প্রথমবার আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠেন ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে। অশ্বিনের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ৮৭০, বুমরা ও হ্যাজলউডের ৮৪৭ করে। কিউইদের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে ৬ উইকেট নিয়েছেন হ্যাজলউড। এটি হ্যাজলউডের ক্যারিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছিলেন এই পেসার। সে বছরের মার্চে তাঁর রেটিং

পয়েন্ট ছিল ৮৬৪,এরপরও শীর্ষস্থান ছুঁতে পারেননি হ্যাজলউড। এর চেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েও এর আগে শীর্ষে ওঠা হয়নি মাত্র ৪ ক্রিকেটারের; কপিল দেব (৮৭৭), রায়ান হ্যারিস (৮৭০), কোর্টনি ওয়ালশ (৮৬৮), রঙ্গনা হেরাথ (৮৬৬)। ধর্মশালা টেস্টে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা কুলদীপ যাদব ১৫ ধাপ এগিয়ে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ারসেরা ১৬তম অবস্থানে আছেন। একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করা ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৫ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৬ নম্বরে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আরেক সেঞ্চুরিয়ান শুবমান গিল ১১ ধাপ এগিয়ে আছেন ক্যারিয়ার সেরা ২০ নম্বরে। সিরিজ সেরা ক্রিকেটার যশস্বী জয়সোয়াল ধর্মশালা টেস্টে ফিফটি করে এগিয়েছেন ২ ধাপ, আছেন ৮ নম্বরে।

ক্যারিয়ারে ৯ টেস্ট খেলা জয়সোয়ালের রেটিং পয়েন্ট ৭৪০। ৯ টেস্ট খেলে এর চেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্ট অর্জনের কীর্তি আছে আর দুই ক্রিকেটারের; স্যার ডন ব্র্যাডম্যান(৭৫২) ও মাইক হাসি (৭৪১)। ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে স্মিথ প্রথম ইনিংসে ১১ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংস আউট হন ৯ রান করে। তাতে দুই ধাপ নেমে পাঁচে স্মিথ। শীর্ষে আছেন কেইন উইলিয়ামসন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৫৯।

ওয়ানডে সিরিজে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২ ইনিংসে ১৪১ রান করে দুই ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা চারে উঠে এসেছেন আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর। সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭২ রান করে ২ ধাপ এগিয়েছেন আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তিনি আছে ২২তম অবস্থানে।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। সেই সিরিজের সর্বশেষ ম্যাচে ৪৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাতে এক ধাপ পিছিয়ে তিনি আছেন ১৪ নম্বরে। টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে লিটন দাস পিছিয়েছেন দুই ধাপ, আছেন ৩১ নম্বরে। দুই ধাপ এগিয়ে ৩৩ নম্বরে নাজমুল হোসেন।

টাইব্রেকারে পোর্তোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯০ মিনিটের খেলায় ১-০ গোলে জিতল আর্সেনাল। কিন্তু সেই জয় দুই লেগ মিলিয়ে দুই দলকে আলাদা করতে পারল না। পোর্তোর মাঠে প্রথম লেগটা যে আর্সেনাল হেরে এসেছিল ১-০ গোলেই। দুই লেগ মিলিয়ে তখন তাই ১-১ সমতা।

এমিরেটসে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর

ফিরতি লেগ তাই গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও গোল হলো না আর। অবশেষে তাই টাইব্রেকার। রোমাঞ্চকর সেই লড়াইয়ে ৪-২ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল আর্সেনাল। বিদায় নিল পোর্তো।

টাইব্রেকার মানেই গোলকিপারের নায়ক হওয়ার মঞ্চ। এমিরেটসে এদিন আর্সেনালের নায়ক তাদের গোলকিপার ডেভিড রায়া, যিনি মূলত ব্রেন্টফোর্ড থেকে ধারে গিয়ে খেলছেন আর্সেনালে। ২৮ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ গোলকিপারের দারুণ দুই সেভই আসলে ১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছে আর্সেনালকে।

পোর্তোর মাঠ থেকে ১-০ গোলে পিছিয়ে আসা আর্সেনাল এমিরেটসে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে ম্যাচের ৪১ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ত্রোসার গোলে। কিন্তু ওটাই শেষ। ম্যাচে এরপর আর কোনো দলই গোল করতে পারেনি, গোল হয়নি অতিরিক্ত সময়েও। খেলাও খুব একটা আকর্ষনীয় হয়নি। তবে টাইব্রেকার রোমাঞ্চ পুষিয়ে দিয়েছে সব।

নাপোলিকে বিদায় করে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটে বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লড়াইটা যেমন বার্সেলোনা- নাপোলির ছিল, তেমনি ছিল দুই দলের দুই স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কি ও ভিক্টর ওসিমেনের। দুজনের কেউই খুব আহামরি খেলতে পারলেন না। তবে লেভা গোল পেলেন একটা, পেলেন না ওসিমেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগের ফল অবশ্য শুধু ওই এক গোলেই নির্ধারিত হয়নি। লেভার গোলের আগে দুপাশের জালেই গোল হয়েছে আরও। তবে শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে নাপোলিকে হারিয়েছে বার্সা। আর দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ ব্যবধানে জিতে জাভি হার্নান্দেজের দল উঠে গেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেও।

ডিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনা স্টেডিয়ামে প্রথম লেগটা শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়। অলিম্পিক লুই কোম্পানিস স্টেডিয়ামে দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরটা বার্সেলোনা ৩-১ বানিয়ে ফেলে ম্যাচের ১৭ মিনিটের মধ্যেই। ১৫ মিনিটে বার্সা উইঙ্গার ফারমিন লোপেজের গোলের দুই মিনিট পরেই আবার নাপোলির জালে বল পাঠান কানসেলো।

শুরু থেকে ওই দুই গোল পর্যন্ত

ম্যাচের নিয়ন্ত্রনও ছিল বার্সার হাতেই। কিন্তু দুই গোল করার পর হঠাৎ করেই খেই হারিয়ে ফেলে বার্সা। এই সুযোগে ৩০ মিনিটে সেন্টার ব্যাক আমির রাহমানির গোলে ব্যবধান কমায় নাপোলি। ম্যাচের স্কোর তখন বার্সা ২, নাপোলি ১। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে বার্সেলোনা।

গোল খাওয়ার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রনও হারিয়ে ফেলে বার্সা, তবে সুযোগটা নাপোলি নিতে পারেনি ফিনিশিং ভালো না হওয়ায়। নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিমেনকে লক্ষ্য করে লম্বা পাসে খেলছিল নাপোলি। কিন্তু বার্সার হাই লাইন ডিফেন্স ভেঙ্গে এগোতে গিয়ে বারবার অফসাইড ট্র্যাপে পড়ছিলেন ওসিমেন।

এই ম্যাচে আরেকজনের ওপর বিশেষ নজর ছিল, ওসিমেনের মতো প্রথম লেগে গোল পাওয়া রবার্ট লেভানডফস্কি। কিন্তু নাপোলি নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের মতো হতাশ করছিলেন বার্সার পোলিশ স্ট্রাইকারও।

তবে শেষ পর্যন্ত একেবারে খ ালি হাতে ফিরতে হয়নি লেভাকে। ৮৩ মিনিটে সার্জি রবার্তোর পাস থেকে গোল করে বার্সাকে ম্যাচে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন ৩৫ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকার। এর পরে আর নাপোলির পক্ষে ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি।

'খেলা হবে সাদা বনাম সাদার'; অশ্বিনকে চ্যালেঞ্জ গ্র্যান্ডমাস্টার আনন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুজনই ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ, দুজনের উঠে আসাও ভারতের একই রাজ্য তামিলনাড়ু থেকে। একজন আবার আরেকজনের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী। তবে দুজনের খেলার জায়গা আলাদা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ঘূর্ণি জাদু দেখান ক্রিকেট মাঠে আর বিশ্বনাথন আনন্দ তাঁর খেল দেখান দাবার বোর্ডে।

কেমন হয়, যদি অশ্বিন, আনন্দকে একসঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়? সে রকম কিছুরই আয়োজন করতে যাচ্ছেন ভারতের কিংবদন্তি দাবাড়ু আনন্দ। ৫৪ বছর বয়সী এ গ্র্যান্ডমাস্টার অশ্বিনের মুখে মুখি হতে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন আনন্দ। সেখানে ব্যাট হাতে তাঁকে বড় শট খেলতে দেখা যাচ্ছে। ৭ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে অশ্বিনকে উল্লেখ করে আনন্দ লিখেছেন, 'এই যে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, তোমার মুখোমুখি হওয়ার আগে অফ স্পিন খেলে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছি। এই গ্রীষ্মে কালো, সাদা (দাবার চাল) নয়; সাদা বনাম সাদার (টেস্ট ম্যাচ) খেলা হবে!'

আনন্দের পোস্টে মন্তব্য করতে দেরি করেননি অশ্বিন। ৩৭ বছর বয়সী এই অফ স্পিনার লিখেছেন,

'স্যার, আমিও সে রকম কিছুর প্রত্যাশায় আছি।'

ভারত,ইংল্যান্ড সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ২৬ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন অশ্বিন। ওই সিরিজেই দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ৫০০তম টেস্ট উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এরপর গড়েন ১০০ টেস্ট খেলার কীর্তি।

অশ্বিনের ১০০তম টেস্ট উপলক্ষে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি ভিডিও পোস্ট করে। সেই ভিডিওতে অশ্বিনকে নিয়ে আনন্দকে বলতে শোনা যায়, 'তুমি ক্রিকেটারদের দাবাড়ু।'

গ্র্যান্ডমাস্টার আনন্দ যেমন ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসেন, অশ্বিনও তেমন সুযোগ পেলেই দাবা খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হোটেলে, বিমানে কিংবা অনলাইনে যেখানেই সুযোগ পান, দাবায় মজেন অশ্বিন।

১৯৮৮ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার খে তাব পান বিশ্বনাথন আনন্দ। দাবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ১৯৯১,৯২ মৌসুমে ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মাননা খেলরত্ন পুরস্কার পান। ২০০০ সালে বিশ্ব ব্লিটজ কাপ জেতেন আনন্দ। ২০০৩ ও ২০১৭ সালে জেতেন ফিদে বিশ্ব র্যা পিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০০৮ সালে শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ পান আনন্দ। অশ্বিন ২০১৬ সালে আইসিসির বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান। সে বছর বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে। দলীয়ভাবে তিনি জিতেছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও এশিয়া কাপ। ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৫ সালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মাননা অর্জুন পুরস্কার জেতেন অশ্বিন।

পন্ত চাইলেও ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনা ভুলতে পারবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋষভ পন্তকে বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে ফিট ঘোষণা করেছে। বিসিসিআই যখন এই ঘোষণা দেয়, তখন আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পন্ত।

ভাইজাগে যেতে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে পন্ত ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মাঠে ফেরার জন্য তাঁর ১৪ মাসের লড়াই নিয়ে কথা বলেছেন। পন্তের কাছে তাঁর সেরে ওঠার প্রক্রিয়াটা ছিল একটি ভালো টেস্ট ইনিংস খেলার মতো।

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লি-দেরাদুন মহাসড়কে দুর্ঘটনার শিকার হন পন্ত। খেলতে পারেননি ২০২৩ আইপিএল, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ মিস করা পন্তের জন্য স্বাভাবিকভাবেই হতাশার ছিল। বিশ্বকাপের আগে ফিট হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি, তবে পারেননি।

বিশ্বকাপ না খেলতে পারা প্রসঙ্গে পন্ত বলেছেন, 'এটা অনেক হতাশার ছিল। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির সঙ্গে আলোচনা করে আমরা বিশ্বকাপকে ফেরার লক্ষ্য বানিয়েছিলাম। সবাই ২০০ শতাংশ দিয়েছি। তবে আমার হাঁটু চাপ নিতে পারেনি। ওই সময়টা থেকেই আমি নিজেকে আরও চাপ দিতে শুরু করি। যখন আপনি ছোট লক্ষ্য ঠিক করবেন, সেটা আরও উদ্যমী করতে সাহায্য করবে। এটা ভালো টেস্ট ইনিংস খেলার প্রক্রিয়ার মতো।'

পন্ত কি ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনা ভুলতে পেরেছেন? উত্তরে বলেছেন, 'আমি চাইলেও সেই ঘটনা ভুলতে পারব না। আমি ওই ঘটনা সম্পর্কে খুব বেশি ভাবতে চাই না, আক্ষেপ করতে চাই না, যেন এটা আমাকে হতাশ না করে। খুব হালকাভাবে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি কী করতে পারব, নিজের কতটা উন্নতি করতে পারব, সেদিকে মনোযোগ দিয়েছি।'

বিশ্বকাপের আগে ফিট না হতে পারা পন্ত এরপর ফেরার জন্য লক্ষ্য

বানান ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজকে। কিন্তু এই সিরিজেও ফিরতে পারেননি। ভারতও অবশ্য দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেটে পন্তকে দ্রুতই ফিরিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি। তারা চেয়েছে পন্ত টি-টোয়েন্টি দিয়েই ফিরুক। এ নিয়ে পন্ত বলেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজের আগে ফিট হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বিসিসিআই দীর্ঘ সংস্করণে খেলানোর জন্য তাড়াহুড়ো করেনি। তারা ধীরে ধীরে কাজের চাপ বাড়িয়েছে। কেউ যদি আপনার পাশে এভাবে থাকে, আপনার প্রশংসা করতেই হবে। তাদের পরামর্শ ছিল, আমি আগে টি-টোয়েন্টিতে ফিরি, এরপর যেন কাজের চাপ বাড়াই।'

এবারের আইপিএল দিয়ে দীর্ঘ ১৪ মাস পর মাঠে ফিরবেন পন্ত। এমনিতেই টুর্নামেন্টটি পন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আইপিএলের পরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, তাই এবারের আইপিএলের গুরুত্ব বেড়েছে আরও। পন্ত বলেছেন, '২৩ মার্চ কী হয় দেখি (দিল্লির প্রথম ম্যাচ)। আমি জানি না কেমন করব। জানি না আমার অনুভূতি কী হবে। উপভোগ করার চেষ্টা করছি, চাপ নিতে চাই না। তবে ভালো-মন্দ দুটো সম্ভাবনা নিয়েই আমি ভাবি।'

পন্তকে এক বছরের বেশি সময় থাকতে হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে। কঠিন সেই সময় কীভাবে পার করেছেন, তা নিয়ে বলেছেন, 'বেশির ভাগ সময়েই আমি ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে জীবন নিয়ে কথা বলেছি। খুবই হতাশ ছিলাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেও হতাশ লাগত। অন্যের কোনো দোষ না থাকার পরও অনেক সময় সেটা প্রকাশও করে ফেলতাম।'

পন্ত আরও বলেছেন, ' যখন আমার দুর্ঘটনা ঘটে, আমার মনে হয়েছে ঐশ্বরিক কিছু আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি শুধু হাঁটুতে চোট পেয়েছি, যে দুর্ঘটনা ঘটেছে কল্পনাও করতে পারি না, এর চেয়ে কতটা খ ারাপ হতে পারত। ডাক্তার এমনকি অঙ্গছেদের (পা কাটা) কথাও বলেছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**